ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 December, 2020 ■ আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ১ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যের সমস্ত পুর সংস্থার নির্বাচন স্থগিত, প্রশাসক নিয়োগের আদেশ

অসন্তুষ্ট সিপিএম ও কংগ্রেস, বিজেপি বলেছে সময় আসলে দেখা যাবে

আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন কমিশন সমস্ত ২০টি পুর সংস্থার ভোটগ্রহণ স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছে। ফলে, মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ওই পুর সংস্থায় প্রশাসক নিয়োগ করা হবে। প্রশাসক নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে নগরোন্নয়ন দফতর। কংগ্রেস এবং সিপিএম ত্রিপুরা সরকারের এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। একই সঙ্গে, বিজেপি সুর চড়িয়ে বলেছে, আমরা যখন মাঠে নামব তখন দেখে নেব কার কত শক্তি।

প্রসঙ্গত, সমস্ত নগর সংস্থার মেয়াদ কয়েক দিনের মধ্যে সমাপ্ত হয়ে যাবে। ত্রিপুরায় একটি পুর নিগম, ১৩টি পুর পরিষদ এবং ছয়টি নগর পঞ্চায়েত রয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দাবি, করোনার বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরা সরকারের নগরোন্নয়ন দফতরের সচিব কিরেন গিত্তের জারিকৃত আদেশে বলা হয়েছে, রাজ্যের নগর সংস্থার নির্বাচন ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। ফলে ওইসব সংস্থার মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার তারিখ থেকে প্রশাসক নিয়োগের আদেশও দিয়েছেন তিনি।

সেই আদেশ অনুযায়ী পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক আগরতলা পুর নিগমের প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এছাড়া মহকুমাশাসকরা স্থানীয় নগর সংস্থা দেখাশোনা করবেন। আদেশে জানানো হয়েছে, রাজ্য নির্বাচন কমিশন ত্রিপুরার নগর সংস্থাগুলির সাধারণ নির্বাচন আগামী বছরের ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত রেখেছে।

বিষয়টি নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে প্রবীণ সিপিআইএম নেতা পবিত্র কর বলেন, প্রায় সব রাজ্যেই নির্বাচনের ঘোষণা করা হচ্ছে। তবে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সরকার কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বিহারে নির্বাচন হয়েছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রচার করেছেন। কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট এবং হায়দরাবাদে স্থানীয় নগর সংস্থাগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু, শুধু ত্রিপুরায় কোনও নির্বাচন ঘোষণা হচ্ছে না। তিনি দাবি করেন, ক্ষমতাসীন বিজেপি ত্রিপুরায় দলের শেকড় হারিয়েছে এবং এই মুহূর্তে নির্বাচনে ভয় পাচ্ছে। তাই তারা নির্বাচন স্থগিত থাকুক চাইছে।

তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও নির্বাচন স্থগিত করেছিল। তবে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ তাদের স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণায় বাধ্য করেছিল। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ত্রিপুরা সরকারের এটি একটি অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ। আমরা সরকারের এই সিদ্ধান্তের নিন্দা জানাই। এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষকান্তি বিশ্বাস শীঘ্রই নির্বাচনের ঘোষণা না করলে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হওয়ার হুমকি দিয়েছেন।

বিরোধীদের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্য নির্বাচন কমিশন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছে এবং সে অনুযায়ী নির্বাচন স্থগিত রেখেছে। ফলে সময় যখন আসবে, আমরা দেখব নির্বাচনে কে জেতে। আমরা এখনই কিছু বলব না। তবে, বিরোধীদের যদি কিছু বলার বা করার থাকে তবে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং পদক্ষেপও নিতে পারেন। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব, বলেন তিনি।

চারদিনের সফরসূচি নিয়ে অসম, মিজোরাম ত্রিপুরা আসছেন প্রধান বিচারপতি বোবদে

গুয়াহাটি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিনটি রাজ্যে চারদিনের সফরে আসছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদে। আগামী ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি অসম, মিজোরাম এবং ত্রিপুরা সফর করবেন। ইতিমধ্যে তাঁর সফরসূচি রাজ্যগুলিকে জানানো হয়েছে। সাথে তাঁর সফরে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সহ যাবতীয় সমস্ত ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আগামী ১৯ ডিসেম্বর অসম থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফর শুরু করবেন। ওইদিন তিনি দিল্লি থেকে গুয়াহাটি এসে খানাপাড়ায় অবস্থিত আসাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজে ডব্লিউডব্লিউএফ-এর উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে অংশ নেবেন। পরের দিন রবিবার তিনি কামাখ্যা মন্দির দর্শনে করে তিনি কাজিরঙা চলে যাবেন। কাজিরাঙা পৌঁছে বিশ্রাম নিয়ে ন্যাশনাল পার্কে জিপ সাফারি উপভোগ করবেন প্রধান বিচারপতি। তার পরের দিন সোমবার ন্যাশনাল পার্কে হাতি সাফারি-র মজা নেবেন। সেখান থেকে তিনি মিজোরাম যাবেন। ওইদিন এবং তার পরের দিন মঙ্গলবার আইজলে কাটাবেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফরের অন্তিম দিন বুধবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ত্রিপুরা সফরে আসবেন। ত্রিপুরায় এসে তিনি মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দর্শনে চলে যাবেন। সেখান থেকে ফিরে এসে আগরতলায় আরও কয়েকটি মন্দির দর্শন করবেন। তার পর দুপুরের আহার শেষ করে বিকেলে কলকাতা চলে যাবেন। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত সফরে সাথে থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের অতিরিক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাধ্যমিকে গণিতে দু-ধরনের প্রশ্নপত্র

আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।। কলা কিংবা বাণিজ্য নিয়ে পড়াশুনা করতে গেলে গণিতের উপর দক্ষতার তেমন প্রয়োজন নেই। শুধু গণিত নিয়ে সম্যক জ্ঞান থাকলেই যথেষ্ট। এই ধারণায় ত্রিপুরায় মাধ্যমিকে গণিতে দু ধরনের প্রশ্নপত্রের ব্যবস্থা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য শিক্ষা দফতর। বেসিক এবং স্ট্যান্ডার্ড, দু ধরনের প্রশ্নপত্রের মধ্যে পরীক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দ অনুসারে যে কোনও একটিতে পরীক্ষা দিতে পারবে।

এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথের যুক্তি, অনেকেই মাধ্যমিক পাশ করার পর কলা কিংবা বাণিজ্য বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেন। ফলে, তাদের গণিতে পারদর্শী হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন পরে না। তাই তারা বেসিক প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে পারবে। অপেক্ষাকৃত সহজ ওই প্রশ্নপত্রে পাশ করে একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান নিতে চাইলে তাকে বছর বাঁচাও যোজনার অধীনে স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে হবে। শুধু তা-ই নয় ভরতি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নম্বর পেতে হবে।

তিনি বলেন, স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্নপত্র কিছুটা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নবম ও একাদশ শ্রেণিতে স্বাভাবিক পঠন পাঠন শুরু ২৮শে

আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ত্রিপুরায় সরকারি বিদ্যালয়ে নবম ও একাদশ শ্রেণির স্বাভাবিক পঠন-পাঠন আগামী ২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। করোনা-র প্রকোপ ত্রিপুরায় বর্তমানে অনেক স্বাভাবিক হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা দফতর। তবে আগামীদিনে পুনরায় করোনা-র প্রকোপ বাড়লে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানিয়েছেন, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির স্বাভাবিক পঠন-পাঠন গত ৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। কারণ, সামনেই তাদের বোর্ড পরীক্ষা। এখন নবম ও একাদশ শ্রেণিতে স্বাভাবিক পঠন-পাঠন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে উচ্চস্তরীয় কমিটির ছাড়পত্র পেয়েই শিক্ষা দফতর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্বাভাবিক পঠন-পাঠন শুরু করার জন্য আগামী ২৯ ডিসেম্বর উচ্চস্তরের কমিটি বৈঠকে বিস্তারিত পর্যালোচনা করবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দুর্ঘটনায় মহিলাসহ আহত তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাবরুম এর হাবরা তলী এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় এক মহিলা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে মনুঘাট থেকে এক দম্পতি বাইকে করে বাড়িতে যাচ্ছিলেন। হাবরা তলী এলাকায় একটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে বাইক আরোহী মহিলা গুরুতরভাবে আহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যান।

খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে।খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনায় মহিলা গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। বাইক চালক এর অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। খোয়াই জেলার কল্যাণ পুর থানা এলাকার কুঞ্জবনে বাইক দুর্ঘটনায় এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে।দুর্ঘটনার পর দমকল বাহিনীর জওয়ানরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং আহত যুবককে উদ্ধার করে কলানপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়।

বর্তমানে ওই যুবক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।এদিকে বুধবার উদয়পুর থেকে স্কুটি করে আগরতলায় চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-কর্মচারীদের মানববন্ধনে অংশ নিতে আসা এক শিক্ষক দুর্ঘটনার কবলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে ধৃত দুই প্রতারক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। কল্যাণপুর থানা এলাকার গৌরাঙ্গ টিলায় ২ যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আটক ২ প্রতারক যুবকের নাম ভবেশ কুমার এবং রঞ্জিত কুমার। তাদের বাড়ি বিহারে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় কল্যাণ পুর থানা এলাকার গৌরাঙ্গ টিলায় ওই দুই প্রতারক যুবক সোনা পরিষ্কার করে দেওয়ার নাম করে একটি বাড়ি থেকে সোনার জিনিস হাতিয়ে নেয়। বিষয়টি টের পেয়ে বাড়ির লোকজন প্রতিবেশীদের খবর দেন। স্থানীয় জনতা প্রতারক ওই দুই যুবককে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেন। উত্তম-মধ্যম এ তারা দুজন অল্পবিস্তর আহত হয়। তারপর খবর দেওয়া হয় কল্যাণপুর থানার পুলিশকে।

খবর পেয়ে পুলিশ এসে গণপ্রহারে জখম দুই প্রতারক যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। প্রতারণার দায়ে তাদের বিরুদ্ধে কল্যাণপুর থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা হয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যের কিছু প্রতারক লোকজন প্রতিনিয়ত এ ধরনের কার্যকলাপ সংগঠিত করে চলেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠলে উত্তর-পূর্ব এশিয়ার করিডোর হবে সাব্রুম ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। রাজনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ৩০ শয্যা বিশিষ্ট সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত করা হলো। আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির নতুন বাড়ির উদ্বোধন করেন। সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির নতুন বাড়ি নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি আগে ১০ শয্যা বিশিষ্ট ছিলো। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শংকর রায়, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, বিধায়ক সুধন দাস, রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তপন দেবনাথ, জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা রাধা দেববর্মা, জেলা পুলিশ সুপার কুলবন্ত সিং প্রমুখ।

রাজনগর কলোনী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বিশেষ অর্থনৈতিক অ'ল গড়ে উঠলে উত্তর-পূর্ব এশিয়ার করিডোর হবে সাবম। দক্ষিণ জেলায় ৬টি প্রকল্পে ৫৭৩.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এরমধ্যে সাবমে লজিস্টিক হাব তৈরিতে ব্যয় হবে ১১৮.৪৭ কোটি টাকা। ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট নির্মাণে ব্যয় হবে ৯৭.৬০ কোটি টাকা। এরফলে বছরে ২ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হবে এবং গ্যাস, রাবার, টে'টাইলস ভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠবে। ১৬.৩৫ হেক্টর এলাকায় মাল্টিসেক্টর ইকোনমিক জোন গড়ে তোলা হবে। ব্যয় ধরা হয়েছে ৬০.৫৭ কোটি টাকা। এরফলে এই অঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় ২ লক্ষ লোকের রোজগারের পথ সৃষ্টি হবে। ফেণী নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের পথে। জোলাইবাড়ি থেকে বিলোনীয়া পর্যন্ত এন এইচ ১০৮-এ প্রায় ২২ কিমি জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ হবে। ব্যয় ধরা হয়েছে ২০১.৯৯ কোটি টাকা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চোত্তাখলায় মৈত্রী পার্কের উন্নয়নের কাজ আগামী ৭ দিনের মধ্যেই শুরু হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে পৃথক স্থানে হানা দিয়ে ১৬ লক্ষ টাকার নেশাদ্রব্য উদ্ধার, গ্রেফতার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৭ ডিসেম্বর।। গতকাল রাতে বিশালগড়ের পর আজ বৃহস্পতিবার নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল ত্রিপুরার উত্তর জেলার পুলিশ। পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে আজ প্রায় ছয় লক্ষ টাকার ছয় হাজার নেশাজাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। অনুরূপভাবে গতকালও বিশালগড়ে এক দোকানে অভিযান চালিয়ে ১০ লক্ষ টাকার নেশাদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর কাছে গোপন খবর আসে ধর্মনগর তিলথৈ রোডে বটরশি গোল্ডেন ভ্যালি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় নিষিদ্ধ নেশা সামগ্রীর লেনদেন হবে। ওই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ সুপার চক্রবর্তী সাদা পোশাকে দলবল নিয়ে ভ্যালি স্কুল সংলগ্ন স্থানে হানা দেন। হানা দিয়ে ৬ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক নেশা কারবারিকে আটক করেছেন তাঁরা। ধৃতকে ধর্মনগর থানাধীন কামেশ্বর এলাকার জনৈক মুর্শেদ মিয়াঁর ছেলে জিয়াবুল মিয়াঁ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তবে পুলিশের গন্ধ পেয়ে অন্য নেশা কারবারিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

বাজেয়াপ্তকৃত নেশার ট্যাবলেটগুলির বাজামূল্য প্রায় ৬ লক্ষ টাকা হবে বলে জানানো হয়েছে। ধৃত নেশা কারবারি জিয়াবুল মিয়াঁর বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চার দফা দাবীতে বিদ্যুৎ নিগমের অফিসের সামনে গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। বিদ্যুৎ বিল ২০২০ অবিলম্বে বাতিল করা, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে বেসরকারিকরণ না করা, বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর থেকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের বোঝা চাপিয়ে না দেওয়া সহ চার দফা দাবিতে রাজধানীর ভুতুরিয়া বিদ্যুৎ অফিসের সামনে সিআইটিইউ, ডিওয়াইএফআই, টি ওয়াই এফ এবং এ আই কে এস পক্ষ থেকে যৌথভাবে গণঅবস্থান অনুষ্ঠিত করা হয়।

এদিন অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রাক্তন বিদ্যুৎ মন্ত্রী তথা সিআইটিইউ রাজ্য সভাপতি মানিক দে বক্তব্য রেখে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই সর্বনাশা বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার করতে চাইছে না। ফলে সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামা

ছাড়া আর কোনো পথ নেই দেশবাসীর কাছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুৎ বেসরকারিকরণ করতে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে। সরকারের ভুল নীতির ফলে মে মাসের হিসেব অনুযায়ী ৬ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ হয়ে গেছে। উৎপাদন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

‘প্রতিবেশী সর্বাগ্রে’ ভারতের এই নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল বাংলাদেশ

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিন থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করাই যে তাঁর অগ্রাধিকার ছিল, তা মনে করিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানালেন, ”প্রতিবেশী সর্বাগ্রে” ভারতের এই নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটা নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈঠকের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ”বিজয় দিবসের পরেই, আমাদের এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শহিদদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার আমি রাষ্ট্রীয় সমর স্মারকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছি এবং স্বর্ণিম বিজয় মশাল প্রজ্বলন করেছি। ওই

বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছবি-পিআইবি।

বিজয় মশাল গোটা ভারত ভ্রমণ করবে এবং শহিদদের গ্রামে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হবে।”

এরপরই প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে এই বছর অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ছিল। এই সময়ে, স্বাস্থ্য পেশাদারিত্ব, কোভিড-১৯ টিকা প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা ছিল ভীষণ ভালো। ”প্রতিবেশী সর্বাগ্রে” আমাদের এই নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিন থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করা আমার অগ্রাধিকার ছিল।

প্রধানমন্ত্রী জানান, স্বাস্থ্য ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের সম্পর্ক ধারাবাহিকভাবে এগিয়েছে। স্থল-সীমান্ত বাণিজ্যে বাধা কমিয়েছি আমরা। দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ উন্নত করেছি আমরা। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। করোনাভাইরাস মহামারীর সময় ওষুধ, চিকিৎসা উপকরণ, এমনকি ভ্যাকসিন, সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক সহযোগিতামূলক। দুই দেশের মধ্যে অংশীদারিত্ব এবং দ্বিপাক্ষিক আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার হচ্ছে। ২০২১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে বাংলাদেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৭০ ▫ ১৮ ডিসেম্বর ২০২০ইং ▫ ২ পৌষ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ভয়ঙ্কর

উষ্ণায়নএবং বায়ু দূষণ নিয়া রাষ্ট্রসংঘ রীতিমতো উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে।রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিতে গিয়া স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন প্রতিটি রাষ্ট্রকেই উষ্ণায়ন এবং বায়ু দূষণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়া জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা প্রয়োজন।মানব সভ্যতা এবং প্রাণী জগতকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে এই ধরণের সর্তকতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি হইয়া উঠিয়াছে।গোটা বিশ্বের কাছেই সবচেয়ে বড় বিপদ উষ্ণায়ন ও বায়ুদূষণ। মানুষের অজ্ঞানতার কারণেই বারবার আঘাত নামিয়া আসিয়াছে প্রকৃতির উপর। যাহার ফল ভুগিতে হয় সেই মানুষকেই। বিষবাষ্প মানুষ ও প্রকৃতির মারাত্মক ক্ষতি করে জেনেও বহু মানুষের সচেতনতার অভাব অনেকসময় বিপদ বাড়িয়ে তোলে। এমনিতেই শীত পড়তে শুরু করিলে বাতাসে থাকা ধূলিকণা নীচের দিকে নামিয়া আসে। তার সঙ্গে কার্বন-ডাইঅক্সাইড, সালফার-ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন-ডাইঅক্সাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে মিশিলে পরিস্থিতি যে ভয়াবহ হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দূষণের কারণেই কাশি, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, হৃদরোগ, ফুসফুসের নানা রোগ এমনিতেই দিনে দিনে বাড়িতেছে। সেইসঙ্গে এবার কোভিড মহামারীর বছরে বাড়তি এক দুশ্চিন্তা হাজির। কারণ করোনা ভাইরাস ফুসফুসকে আক্রমণ করে। তাই প্রয়োজন দূষণরোধে বাড়তি সতর্কতা। দূষণের মাত্রা অতি সামান্য বাড়িলেও বাড়িতে পারে করোনা সংক্রমণের হার। করোনা আক্রান্তের এমনকী করোনা জয়ীদেরও শ্বাসকষ্ট রুখিতে এইটুকু মানবিকতার দৃষ্টান্ত কি রাখিবেন মানুষ? আম জনতার সংযমই এখন ভরসা।

প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বুঝে দুর্গাপুজোর সময়ে মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁহারা নিজেদের দ্রুত বদলে নিতে জানেন। এই বছর পুজোমণ্ডপে জনপ্লাবন হয়নি। অধিকাংশ মানুষই মানিয়া নিয়াছিলেন প্রতিমাদর্শনের যাবতীয় বিধিনিষেধ। সেই আত্মসংযমের কারণেই দুর্গাপুজোর সময়ে রাজ্যে সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার বাড়েনি। যা দৃষ্টান্ত হইয়া রহিয়াছে।

আশা করা যায় রাজ্যবাসী সচেতনতার নজিরই গড়িবেন। কারণ করোনার বিপদ পিছু ছাড়েনি। রাজ্য প্রশাসনের কড়া নিয়ন্ত্রণে সফল হইয়াছে এবছরের দুর্গোৎসব। এবারও সেই পথে হাঁটিতে রাজ্যবাসীর সহযোগিতা চাইয়াছে সরকার।

ক্ষতিকারক ধোঁয়া আর কানফাটা শব্দের জেরে মানুষের শরীরে নানাধরনের সমস্যা তৈরি হয়। এমনিতেই শীত পড়ার মুখে বাতাসে দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে করোনা রোগীর পক্ষে তা মারাত্মক ক্ষতিকারক হইতে পারে। পরিবেশ রক্ষা তো বটেই, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার সঙ্গে কোনও আপস নয়। তবে শুধু নিষেধাজ্ঞা জারি করিলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না, যতক্ষণ না মানুষ নিজের থেকে সচেতন হইতেছে। তবু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিস প্রশাসনের কড়া নজরদারি জরুরি। মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা থেকে উচ্ছ্বাস কখনওই বড় হতে পারে না।

সেকথা ভেবেই পুজোমণ্ডপ তৈরি ও বিসর্জনের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম বেঁধে দিয়েছে রাজ্যপ্রশাসন। সরকার তার দায়িত্ব পালন করিয়াছে। পুজো উদ্যোক্তাদেরও দায়িত্ব সরকারি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলা। একথা ঠিক, আইন করে সবকিছু হয় না। মানুষের সচেতনতাই পারে অনেক সমস্যা দূর করিতে। মানুষ সচেতন না হইলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিপদ মুক্ত করিতে আমাদেরকে সচেতন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।আধুনিক সভ্য শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিষিদ্ধ করিতে না পারিলে ইহার জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে। এসব কথা মাথায় রাখিয়া আমাদেরকে উষ্ণায়ন এবং দূষণ হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে। এই ধরনের প্রয়াস অত্যন্ত জরুরী হইয়া উঠিয়াছে।

তৃণমূল নেতৃত্বের ক্ষমতার অহংকারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অনেকেই ইস্তফা দিচ্ছেন, খোঁচা কৈলাস বিজয়বর্গীয়র

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি স):তৃণমূলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ইতিমধ্যেই ত্যাগ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবারই তৃণমূলের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন শুভেন্দু। শুভেন্দু ইস্তফা দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তৃণমূল ছাড়লেন জিতেন্দ্র তিওয়ারির। জিতেন্দ্র তিওয়ারির ইস্তফা দেওয়ার প্রসঙ্গে পিসি-ভাইপোর কথা শুনলেই একমাত্র তৃণমূলে টিকবে, না হলে নয়" কটাক্ষ বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়র।

তৃণমূল থেকে শুভেন্দু অধিকারীর পদত্যাগ প্রসঙ্গে কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, "উনি অনেক দিন ধরেই তৃণমূলকে সতর্ক করছিলেন। শুভেন্দু মাটির নেতা, নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে উনি রাজনীতি করবেন না। পিসি-ভাইপোর কথা শুনলেই তৃণমূলে থাকা যাবে। যাঁদের আত্মসম্মান রয়েছে তারা তৃণমূলে টিকতে পারবে না"।

এরপরেই জিতেন্দ্র তিওয়ারির ইস্তাফা প্রসঙ্গে কৈলাস বিজয়বর্গীয় আরও বলেন, "এটা তৃণমূলের আভ্যন্তরীণ বিষয়। তৃণমূল নেতৃত্বের ক্ষমতার অহংকারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অনেকেই ইস্তফা দিচ্ছেন। বিভিন্ন মাফিয়া ও সিন্ডিকেটকে সুরক্ষা দিয়ে তৃণমূলের দুর্নাম হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ভাইপোকে সমর্থন করতে গিয়ে দলের অন্য নেতাদের সম্মান দেননি। তাই দলের নেতারা অপমানিত বোধ করছিলেন। দলে পরিবারতন্ত্র শুরু হলে বাকি নেতাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা শেষ হয়ে যায়"।

উল্লেখ্য, সরকারি পদ সহ একে একে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। এরপরে জল্পনা উঠেছিল হয়তো বিধায়ক পদও ত্যাগ করতে পারেন তিনি। সেই মতই বুধবার নিজের বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা পত্র বিধানসভায় গিয়ে জমা দেন শুভেন্দু অধিকারী। বাকি ছিল তৃণমূলের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া। বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরেই তৃণমূলের সদস্য পদ থেকেও ইস্তফা দেওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী।এর সঙ্গেই তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হল। সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে দলের সদস্যপদ সহ যাবতীয় পদ ছেড়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, তৃণমূলে কাটানো সময়টুকু আজীবন তাঁর কাছে মূল্যবান হয়ে থাকবে। তাঁকে সুযোগ দেওয়ার জন্যও তৃণমূলনেত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন শুভেন্দু।

ভাড়া বৃদ্ধি না হলে ফের বিক্ষোভের হুঁশিয়ারি বাস সংগঠনের

কলকাতা, ১৭ডিসেম্বর (হি. স.): সম্প্রতি বাস ভাড়া বৃদ্ধি না হলে ফের বিক্ষোভের পথে হাঁটতে পারে বাস মালিক সংগঠনগুলি, আজ এমনটাই ইঙ্গিত দিল কাউন্সিল অফ সিন্ডিকেট। প্রসঙ্গত, করোনা পরিস্থিতিতেই বাস ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে সরব হয়েছিল বাস মালিক সংগঠনগুলি। তাদের দাবি ছিল, ডিজেলের দাম আকাশছোঁয়া। একইসঙ্গে করোনা পরিস্থিতিতে যাত্রী পাচ্ছে না তারা। ভাড়া বৃদ্ধি না হলে বেসরকারি বাস শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয় বলেও দাবি করেছিলেন বাস মালিকরা।

জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বার সিন্ডিকেটের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্য সরকার ভর্তুকির মাধ্যমে বাস চালায়। কিন্তু বেসরকারি বাস মালিকদের সেই উপায় নেই। এভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কোভিডের কারণে বেসরকারি বাস শিল্প কোমায় চলে গিয়েছে। সরকার এই মর্মে কোনও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক। কারণ, কৃষির পর সবথেকে বেশি মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।'

অন্যদিকে, যাত্রীদের একাংশের কথায়, বর্তমানে খুলে গিয়েছে অফিস কাছারি। তাই বেসরকারি বাসেও ভিড় যথেষ্ট। সেক্ষেত্রে কেন বাস ভাড়া বৃদ্ধির দাবি করা হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন যাত্রীদের একাংশ।

গ্রহাণুরা তুচ্ছ নয়

কৌশিক রায়

সালটা ১৮০১। জানুয়ারি মাস। ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত হলেও বরফ-পড়া ঠাণ্ডাটা বেশ ভালোই জমেছে ইতালির রোম -নাপোলি-ফ্লোরেন্স-মিলানো-তোরিনোর মতো শিল্প-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ মহানগরীগুলিতে। এরই মধ্যে একটি গির্জার ঘরে একাকী বসে অঙ্ক কষতে দেখা গেল এক ধর্মযাজককে। আপনভোলা এই পাদ্রীটিকে নিয়ে গির্জার অন্যান্যরা একটু মুশকিলেই পড়েছেন। যিশুখ্রিস্ট এবং মা মেরির উপাসনা করার থেকে গিউসেপ্পি পিয়াৎজি নামের এই ধর্মযাজকটির আরো বেশি আগ্রহণ মহাকাশে ঘুরে বেড়ানো বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র-ধূমকেতু নিয়ে। এই নিয়ে কেউ আবার তামাশা করলে গিউসেপ্পি পাল্টা জবাবা দেন---'কেন? আমাদের দেশের গিওদার্নো ব্রুনোও ধর্মযাজক ছিলেন। তাহলে তিনি কেন খুঁজে বের করলেন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে?' অনেকে আবার গিউসেপ্পিকে মনে করিয়ে দেয়, ওই মহাসত্যটা খুঁজে বের করার জন্যই হতভাগ্য ব্রুনোকে কুসংস্কারগ্রস্ত, ধর্মান্ধরা আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল। সুতরাং মহাকাশের অনন্ত গলিঘুঁজি নিয়ে অত বেশি মাথা ঘামালে গিউসেপ্পির পোড়া কপালে দুঃখই আছে। তবুও মহাকাশ নিয়ে খোঁজখবর নেওয়াতে মোটেই খামতি নেই গিউসেপ্পি পিয়াৎজির। নামকরা জ্যোতিবিজ্ঞানীদের মধ্যে জার্মান জ্যোতিবিজ্ঞানী ইয়োহান্নেস কেপলারের লেখাগুলো পড়তে নেহাত মন্দ লাগে না গিউসেপ্পির। আমরা যেমন জন্ম থেকেই একটা ছকে বাঁধা জীবনের গণ্ডিতে থেকে লেখাপড়া করি, জীবিকা অর্জন করি, ঘর-সংসার করি, আবার পৃথিবী থেকে বিদায় নিই, সেইভাবেই গ্রহগুলোও যে কয়েকটা নিয়ম আর মাধ্যাকর্ষণ বলের টানে সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে---কেপলারের এই বক্তব্যটি গিউসেপ্পির মনে বেশ দাগ কেটেছিল। কেপলারের আরো একটি তথ্য নিয়েও ক'দিন ধরে বেশ চিন্তাভাবনার করে চলছিলেন গিউসেপ্পি। সৌরজগতের সবকয়টি গ্রহের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ব্যবধান আছে। তবে 'লালগ্রহ' মঙ্গল এবং 'গ্রহরাজ' বৃহস্পতির মধ্যে দূরত্বটা যেন অস্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত বেশি। এর কারণটা কী? তবে কি এই দুটি গ্রহের মাঝখানে লুকিয়ে আছে অন্য কোনো রহস্যময় জ্যোতিষ্ক? দূরবীন দিয়ে তাই মঙ্গলও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে থাকা ওই বিশাল শূন্যস্থানটি দেখতে শুরু করলেন গিউসেপ্পি। একদিন হঠাৎই তাঁর মনে হল, মঙ্গল আর বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে একটা অজানা জ্যোতিষ্ক যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথম দেখাতে জ্যোতিষ্কটিকেনত ধূমকেতু বলেই মনে হয়েছিল গিউসেপ্পির। তারপর আর বেশিদিন গবেষণা করতে পারেননি তিনি। গিউসেপ্পির মৃত্যুর পর আবারো মঙ্গলও বৃহস্পতিগ্রহের মাঝামাঝি অঞ্চলে ঘুরতে থাকা ওই একই জ্যোতিষ্কটিকে চোখে পড়ল জার্মানির একজন তরুণ জ্যোতিবিজ্ঞানী আর গণিতবিদ কার্ল ফ্রিডরিক গাউসের। আরো এতদিন ধরে তো কোনো ধূমকেতু এক জায়গাতে ঘুরে বেড়ায় না। তাহলে জিনিসটা কী? ফ্রিডরিক গাউস জানালেন, মাত্র সাড়ে চারশো মাইল ব্যাসযুক্ত এই জ্যোতিষ্কটি আসলে একটি খুদে গ্রহ। গ্রিক পুরাণের ফসল আর বসন্তকালের দেবী দেমেতার বা সিরিস নামের এই পুঁচকে 'গ্রহটির নাম রাখা হল। আবার তার পরের বছরই, সিরিসের কাছাকাছিই ঘুরতে থাকা আরেকটি ছোট 'গ্রহের' খোঁজ পেলেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। গ্রিক পুরাণে জ্ঞানের দেবী এবং গ্রিক মহাকাব্য 'ঈলিয়াদে' ট্রোজান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্পার্তান সেনাপতি মেনেলাস,

আগামেমনন, নেস্টর, অ্যাজাক্স এবং দিত্তমিদেসকে সাহায্য করা প্যালাস আথেনা-র নামে এই জ্যোতিশকটির নাম রাখা হল 'প্যালাস'। এর চার বছরের মধ্যেই বৃহস্পতি আর মঙ্গল গ্রহের ওই বিশাল শূন্যস্থানের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল আরো দুটি খুদে 'গ্রহকে। ২০০ থেকে ২৫০ মাইল ব্যাসযুক্ত এই গ্রহ দুটির নাম দেওয়া হল 'ভেস্টা' এবং 'জুনো' (গ্রিক পুরাণে দেবরাজ জিউসের স্ত্রী এবং মহাবীর হেরাক্লেসের বিমাতার নামে)। আবার কিছুদিন পরেই বৃহস্পতি ও মঙ্গল গ্রহের ফাঁকা স্থানে খুঁজে পাওয়া গেল আরো চারটি খুদে গ্রহকে। সবক'টি জ্যোতিষ্কই একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে গুরে চলেছে। তখনই টনক নড়ল জ্যোতিবিজ্ঞানীদের। আরে! এক জায়গাতেই এতগুলো গ্রহের জটলা তো হতে পারে না। তখনই বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নিলেন সিরিস এবং তার জাতভাইরা আসলে গ্রহ নয়। তারা হল গ্রহাণু বা প্ল্যানেটয়েড। এই গ্রহাণুগুলিকে অ্যাস্টেরয়েড নামেও অভিহিত করা হল। বর্তমানে মহাকাশ গবেষণার দুনিয়াতে সমানভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে এই অ্যাস্টেরয়েডগুলোও। আইজাক আসিমভ, রে ব্রাডব্যুরি, আর্থার সি ক্লার্ক, নেইন ব্যাঙ্কসের মতো খ্যাতনামা কল্পবিজ্ঞান লেখকদের সায়েন্স ফিকসনে এবং জেফ হক, ফ্ল্যাশ গর্ডন, বাক রজার্স, স্টেকস বেনসনদের মতো মহাকাশচারী চরিত্রগুলিকে নিয়ে তৈরি হওয়া চিত্রকাহিনি বা কমিকসগুলিতে ভিনগ্রহীদের মহাকাশযানের ঘাঁটি হিসেবে এই গ্রহণুগুলিকে দেখানো হতে লাগল। আরো বেশি করে বিজ্ঞানীজগতে চর্চা শুরু হল এই 'খুদে গ্রহ' গুলোকে নিয়ে। মহাবিশ্ব গড়ে তোলার কাজে এই খুদে গ্রহগুলির অবদান যে খুব একটা কম নয় সেটা জানতে পারল সবাই। এরপর কেটে গেল প্রায় চল্লিশ বছর। তারপর আবার দূরবীনের লেন্সে ধরা পড়তে লাগল বেশ কয়েকটিগ্রহাণু ১৮৫০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে আবিষ্কৃত হল আরো ১০০টি নতুন গ্রহাণু। তখনো অবশ জর্জ ইস্টম্যান, কোডাক আর ল্যুই দাগ্যুয়ের মতো বিজ্ঞানীরা, আলোকচিত্র তোলার জন্য ফোটোগ্রাফিক প্লেটের উদ্বাবন করতে পারেননি। তাই অ্যাস্টেরয়েডগুলোর ছবি তোলা সম্ভব হয়নি সেই সময়ে। সমস্যা হলএই অগণিত গ্রহাণুর নামকরণ করা নিয়ে। গ্রিক পুরাণ এবং সাহিত্য থেকে বেশিরভাগ নামই বেছে নেওয়া হচ্ছিল গ্রহাণুগুলির নামকরণের জন্য। এগুলির মধ্যে ছিল গ্রিক পুরাণে ভোরের আলোর দেবী 'আরোরা', গ্রিক নাট্যকার সোফোক্লেসের সৃষ্ট চরিত্র 'আন্তিগোনে' এবং গ্রিক পুরাণে জ্ঞান ও সংস্কৃতির অন্যতম অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা মিউজ ইউরেনিয়া। 'ল্যাক্রিমোসা', 'ফোটোগ্রাফিকা' এবং 'হিপ্পোদামিয়া'র মতো গালভরা, কাব্যিক, গ্রিক ও লাতিন নামও দেওয়া হতে লাগল অনেকগ্রহাণুকে। ১৮৯০ সালে এল ফোটোপ্লেট। তার সাহায্যে বেশ কয়েকটি গ্রহাণুর ছবি তুললেন জার্মানির হাইডেলবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশবিজ্ঞানীরা। দূরবীণ বা টেলিস্কোপ যন্ত্রটিরও উন্নতি ঘটছিল। সুতরাং আরো বেশি গ্রহাণুর আনাগোনা চোখে পড়তে শুরু করল বিজ্ঞানীদের। তবে প্রতিটি গ্রহাণুর কক্ষপথের পরিমাণ এবং অবস্থান বের করতে গিয়ে হিমসিম খেতে লাগলেন বিজ্ঞানীরা। বর্তমানেও নতুন নতুন অ্যাস্টেরয়েডের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। সেগুলির মধ্যে অনেক গ্রহাণুরই ব্যাস এক মাইলের মতো। বলা বাহুল্য, প্রধানত মঙ্গল এবং বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানের বিশাল শূন্যস্থানেই গড়ে উঠেছে একটি বড় মাপেরগ্রাহাণু বলয় বা 'অ্যাস্টেরয়েড বেল্ট'। জর্জ লুকাসের বিশ্বখ্যাত কল্পবিজ্ঞান চলচ্চিত্র 'স্টার ওয়ারস'-এ দেখানো হয়েছে ল্যুক স্কাইওয়াকার নাইট বেন ওবি-কেনোবি এবং ক্যাপ্টেন হান সোলো-র মতো বীর মহাকাশ যোদ্ধারা এই অ্যাস্টেরয়েড বেল্ট পেরিয়েই লড়াই করতে যাচ্ছেন ডার্থ ভেডারের মতো অশুভ শত্রুর সঙ্গে। বিভিন্ন মাপের এবং আয়তনের গ্রহাণুকে নিয়ে তৈরি হয়েছে এইগ্রহাণু বলয়। এই বলয়ের মধ্যে বেশ কিছু উল্কাপিণ্ড বা মিটিওর কেও খুঁজে পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বড় গ্রহাণু হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে সিরিসকেই। মঙ্গলগ্রহের দুই উপগ্রহ 'পোবোস' আর 'ডেইমোস'-এর থেকেও আকারো বড় এই সিরিস। চাঁদের মতো বড় বেশ কয়েকটিগ্রহাণু পাওয়া গেছে এই অ্যাস্টেরয়েড বেল্টে। মহাকাশবিজ্ঞানীদের ধারণা, সিরিস প্যালাস ও ভেস্টার মতো বড় গ্রহাণুগুলির পরিমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেনের মতো বারী গ্যাস আছে। এই মঙ্গল আর শুক্র গ্রহে যদি মহাকাশযান নামানো যায়, তাহলে এই গ্রহাণুগুলোতেও পাড়ি জমানো যাবে।

জানা গেছে, মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝামাঝি এই শূন্যতার মোট আয়তন প্রায় ৭০০ বিলিয়ন বর্গমাইল। কমপক্ষে দুই কোটির মতো অ্যাস্টেরয়েড ঘুরে বেড়াচ্ছে এই শূন্যস্থানটির মধ্যে। গ্রহাণুগুলি এই শূন্যস্থানের মধ্যে প্রায় সমান দূরত্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বটে, তবুও এদেরগড়ন এবং স্বভাব একে অপরের থেকে অনেকটাই আলাদা রকমের। প্রতিটি গ্রহাণুই ঘুরে চলেছে নিজ নিজ কক্ষপথে। তবে কক্ষপথগুলির আকার ও পরিধি একে অপরের থেকে ভিন্ন। এরকমই একটি খামখেয়ালি গ্রহাণু আবিষ্কৃত হয় ১৮৯৮ সালে। ১৭ মাইল ব্যাসযুক্ত এই গ্রহাণুটির কক্ষপথ, অনেকটাই সূর্যের দিকে প্রসারিত। মঙ্গল গ্রহ এবং সিরিস গ্রহাণুটির কক্ষপথকে প্রায় ভেদ করে গেছে এই খুদে গ্রহাণুটির কক্ষপথ। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এই গ্রহাণুটির সময় লাগছে ৬৪৩ দিনের মতো। এই খামখেয়ালি গ্রহাণুটিরও নাম দেওয়া হল এক গ্রিক দেবতার নামে। 'ঈরোস'। সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মধ্যে পৃথিবীর এক কোটি ৪০ লক্ষ কিমি দূরত্বের মধ্যেও চলে আসে এই 'ঈরোস' গ্রহাণুটি। ঈরোসের মতোই খামখেয়ালিভাবে ঘুরতে থাকা আরো কোনো গ্রহাণু আছে কিনা সেটা জানার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন মহাকাশবিজ্ঞানীরা। উন্নত মামের টেলিস্কোপের সাহায্যে মাত্র ২ মাইল ব্যাসযুক্ত এরকমই একটি গ্রহাণুর সন্ধান পাওয়া গেল। আপেক্ষিক তত্ত্বের জনক, মহাবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের নামে ওই গ্রহাণুটির নাম দেওয়া হল অ্যালবার্ট। এরকমই বেহিসেবী কক্ষপথযুক্ত আরো কয়েকটি গ্রহাণু খুঁজে পাওয়া গেল। এদের নাম দেওয়া হল—'আমোর' (ভালবাসা), 'অ্যাপোলো' (গ্রিক দেবরাজ জিউসের পুত্র,জ্ঞানের এবং রোগব্যাধিনাশক দেবতা), 'হের্মিস' (গ্রিক পুরাণে দেবদেবীদের বার্তাবহ, হিন্দু পুরাণে যেমন নারদ মুনি) এবং 'আদোনিস'। সিরিস আর মঙ্গলগ্রহের মধ্যে, এক দীর্ঘ এবং মন্থরগতির কক্ষপথে ঘুরে বেড়ানো 'হিদালগো' নামক আরেকটি গ্রহাণুরও সন্ধান মিলল। তবে মহাকাশবিজ্ঞানীরা এখনো আশঙ্কা করছেন এই গ্রহাণুগুলির কক্ষপথের কোনো ঠিকঠিকানা নেই। সুদূর ভবিষ্যতে কোনো গ্রহের সঙ্গে এরা সংঘর্ষ ঘটাবে না তো? তাহলে তো মহাবিশ্বে মহাপ্রলয় ঘটে যেতে বাধ্য।

বৃহস্পতি গ্রহের বিশালাকায় শরীরের মাধ্যাকর্ষণ বল অনেক বেশি। এর ফলে গ্রহাণু বলয় বা অ্যাস্টেরয়েড বেল্ট-এর মধ্যেও বিভিন্ন ফাঁকের সৃষ্টি হয়েছে। এই মাধ্যাকর্ষণ বলের ভীষণ টানে বৃহস্পতিগ্রহের ৬০ ডিগ্রি সামনে এবং ৬০ ডিগ্রি পিছনে দুটি দলের গ্রহাণু ঘুরে চলেছে। গ্রিক মহাকবি হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াড'-এর ট্রয় নগরীর হেক্তোর, ইনিয়াস, প্যানদারাস, প্যারিসের মতো যেসব বীর স্পার্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তাঁদেরনামে এই গ্রহাণুগুলির নামকরণ করা হয়েছে। ফরাসি গণিতজ্ঞ যোসেফ ল্যগ্রাঁজ অঙ্ক কষে দেখালেন সূর্য এবং বৃহস্পতি গ্রহের সঙ্গে ত্রিকোণাকার দূরত্বে ঘুরছে গ্রহাণুগুলি। এর ফলেগ্রহাণুগুলির মধ্যে এইরকম গতিবেগ দেখা যাচ্ছে।

অনেকগুলি গ্রহাণুগুলি খুঁজে পাওয়া গেছে একথা সত্যি। তবে এই গ্রহাণুগুলির উৎপত্তি করে, কীভাবে হয়েছিল সেটা নিয়ে এখনও বিজ্ঞানীমহল অনেকটাই সংশয় আছেন। প্যালাস, সিরিস, ভেস্টা, জুনো ছাড়া অন্যান্য গ্রহাণু মোটেই গোলকার নয়। অনন্ত , অন্ধকার মহাকাশে কতগুলো অসমান পাথরের টুকরো হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্য গ্রহাণুগুলি। এর ফলে ওই গ্রহাণুগুলি থেকে সূর্যের আলো কতটা পরিমাণে বিকরিত হচ্ছে সেটা জানাও অনেকটাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। মহাকার, গ্যাসীয়গ্রহ বৃহস্পতির প্রবল টানে, সুদূর অতীতে সূর্যের নাগালথেকে ছিটকে আসা উপগ্রহগুলিই টুকরো টুকরো হয়ে বর্তমানকালের গ্রহাণুতে পরিণত হয়েছে বলে অভিমত মহাকাশবিজ্ঞানীদের একাংশের । আবার আরেকটি অতিকায় গ্রহ শনির প্রবল মাধ্যকর্ষণজনিত টানের ফলেও অনেক উপগ্রহ, ছোট ছোট গ্রহাণুতে পরিণত হয়েছে বলে মনে করছেন অমেক মহাকাশবিজ্ঞানীই। অথবা এমনটাও হতে পারে, বহু লক্ষ কোটি বছর আগে মঙ্গল এবং বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে ঘুরে বেড়ানো কোনো বিশাল গ্রহে মহাজাগতিক বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সেই বিস্ফোরিতগ্রহটির ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টুকরোগুলিই হয়ত পরিণত হয়েছে অগণিত অ্যাস্টেরয়েডে। এই গ্রহাণুগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে লোহা, তামা, নিকেল, দস্তা বা জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম, সীমা, এমনকী সোনার মতো মূল্যবান ধাতুও যে থাকতে পারে সেটা স্বীকার করেছেন অনেক মহাকাশবিজ্ঞানীই। মহাকাশ অভিযান-প্রযুক্তিকে যদি আরো উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে পৃথিবীর খনিজ কাঁচামালের চাহিদা যে এই ভাসমান অসংখ্য গ্রহাণুগুলি থেকে মেটানো যাবে সে সম্পর্কে আশার ইঙ্গিত দিয়েছেন অনেক মহাকাশবিজ্ঞানীই। সেক্ষেত্রে বড়মাপের গ্রহাণুগুলির ওপর মহাকাশযান অবতরণ ক্ষেত্র তৈরি করাটা জরুরি। হয়ত চন্দ্র ও মঙ্গল জয়ের পর ভবিষ্যতে মানুষের লক্ষ্য হবে গ্রহাণু অভিযান।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ফেসবুকের গলায় বকলস ?

সুমন ভট্টাচার্য

এই গল্পটা আমার চেনা উত্তর কলকাতার এক ভদ্রলোকের গল্প। বনেদি, ধনী পরিবারের এই ভদ্রলোকের যৌবনে গর্বের বিষয় ছিল--- তার শ্বশুরবাড়ির ক্যামেরার ব্যবসা। এসপ্লনেড, পার্ক স্ট্রিট এবং উত্তর কলকাতা মিলিয়ে তাঁর শ্বশুরকুলের সাতটি ক্যামেরার দোকান ছিল। স্বভাবতই জাপানি হোক কিংবা ইউরোপীয় কোন ক্যামেরা সংস্থা পূর্ব ভারতে কোনও প্রোডাক্ট আনলে, সেটা ক্যামেরাই হোক কিংবা রিল, এই ভদ্রালোকের পরিবারের কাছে আমন্ত্রণ আসত। ক্যানন হোক কিংবা ফুজি, প্রত্যেকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কলকাতার ক্যামেরা দোকানের এই নেটওয়ার্ক। এবং শ্বশুবাড়ির এই খ্যাতি, পরিচিতি এবং গুরুত্বে বাড়তি আত্মপ্রসাদ পেতেন উত্তর কলকাতার এই বনেদি ব্যবসায়ী। কিন্তু স্মার্টফোনের আবির্ভাব গত দশকের শেষদিকে ক্যামেরার অস্তিত্বে এমন টান মারে, যা আজকের ক্রিকেটে বিতর্ক তৈরি করে দেওয়া 'শুইচ হিট'-এর চেয়েও মারাত্মক। ফলে অন্য অনেক শহরের অনেক খ্যাতনামা দোকানের মতো আমরা চেনা ভদ্রলোকেরও ক্যামেরাকেন্দ্রিক 'গুরুত্ব'বা 'আধিপত্য'-র দিন শেষ হয়ে যায়। কারিগরি দক্ষতায় উন্নত, ও সহজে ব্যবহার্য স্মার্টফোন ক্রমে ক্যামেরার ব্যবসার দিশাবদলে দেয় এক দিন সকালে সেই বনেদি ভদ্রালোকের উত্তেজিত ফোনে আমি আবার এক নতুন অভিষ্যতের গন্ধ পেলাম। 'হ্যাঁ রে, ফেসবুক-কে না কি ভেঙে দেওয়ার জন্য মামলা হয়েছে? সব বদলে যাবে তাহলে? প্রায় দেড়যুগ আগে স্মার্টফোনের আগমন তাঁদের ব্যবসায়িক একাধিপত্যর মানচিত্র বদলে দিয়েছিল, জানতাম। কিন্তু মার্কিন মুলুক ফেসবুকের মনোপলির বিরুদ্ধে হওয়া মামলায় উত্তর কলকাতার এই মধ্যবয়সি ব্যবসায়ীর এইরতম অস্থিরচিত্ত হওয়ার কারণ অনুধাবন করতে পারছিলাম না। পরে বুঝলাম, 'আমাদের', মানে বাঙালি নাগরিক সমাজের জীবনে ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ যেরকম মরমে পশিয়া গিয়াছে, তাতে মার্ক জুকেরবার্গকে করা চ্যালেঞ্জ আসলে আমাদের আশঙ্কিত করে তুলেছে। আমেরিকার ফেডারেল কোর্টের এই মামলা পরিণতি পেলে, তা তো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ফেসবুকের জেহাদকে নিস্তেজ করে দিতে পারে! মধ্যবয়সের প্রেমকে মাস্তুলবিহীন জাহাজ বানিয়ে দিতে পারে।

মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত, আলোড়িত নির্বাচনের ঠিক আগে, ১ নভেম্বর সংবাদ প্রতিদিন-এর ছুটি তো রিপাবলিকান বনাম ডেমোক্র্যাটদের এই তিক্ত লড়াইয়ের ফলশ্রুতিক পরিবর্তীকালে কী কী হতে পারে, তার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। সেই আলোচনার অন্যতম দিক ছিল---প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যে -ই জিতুক, আমেরিকার টেক-দৈত্য প্রতিষ্ঠানগুলি, অর্থাৎ গুগল বা ফেসবুক কি আর আগের মতো করে একাধিপত্য বজায় রাখতে পারবে? চ্যালেঞ্জ যে আসতে চলেছে, সেটা মূলক দু'টি বিষয়কে মাথায় রেখে বলা হয়েছিল। প্রথমটি অবশ্যই আইনগত, কারণ 'হাউস এফ রিপ্রেজেন্টেটিভ'- এর অ্যান্টি-ট্রাস্ট বিষয়ক সাব কমিটি তাদের ৪২৯ পাতার রিপোর্টে ফেসবুক বা গুগলের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগের তদন্ত করেছিল, এবং সেই তদন্ত ও পরবর্তী পর্যবেক্ষণের পরে কিছু নির্দিষ্ট সুপারিশ করেছিল। মার্কিন কংগ্রেসের হাউস কমিটি পরিষ্কার মনে করছিল, যেহেতু গত ২০ বছরে এই তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে কোনওরকম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়নি, বরং 'স্টার্ট আপ' বলে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে---সেহেতু এরা নিজেরা এক একটি দৈত্যে এখন অন্য কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীদের টিকতেও দিচ্ছে না। অতএব, সময় এসেছে, এই একাধিপত্যকে নিয়ন্ত্রণ করার মার্কিন। অর্থনৈতিক ইতিহাস বলে, তেল বা রবার কোম্পানিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন আনতে হয়েছিল তেমনই তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রেও প্রবল 'শক্তিধর' হিসাবে একাধিপত্যকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন আনতে হয়েছিল, তেমনই তথ্যপ্রযুক্তির কথা হাউজ কমিটিও বলেছিল। আর সেটা হল, ফেসবুক তার যে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীতেই গিলে খেতে চায়, বা বাজার থেকে সরিয়ে দিতে চায়। এই প্রসঙ্গে ফেসবুকের সিইও-র সেই বহু-বিতর্কিত মন্তব্য, 'বাই আর বারি আবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এই মামলার প্রাথমিক ধাক্কায় ফেসবুকের শেয়ার ৩ শতাংশ পড়লেও আত্মবিশ্বাসী জুকেরবার্গ তাঁর কর্মীদের জানিয়ে দিয়েছেন, হোয়াটসঅ্যাপ বা ইনস্টাগ্রাম তিনি কিছুতেই হাতছাড়া করবেন না। আর আপতত তিনি নিজেদের কাজ করার পদ্ধতি বদলানোর কথাও ভাবছেন না। তবে জুকেরবার্গ যতই আত্মবিশ্বাসী হোন বা মামলা যতই দীর্ঘদিন চলবে বলে ফেসবুক- পন্থী গেরিলা-যোদ্ধারা মনে করুন, আসলে কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই সোশ্যাল মিডিয়াকে বল করতে হচ্ছে। মার্কিন সমাজ এবং রাষ্ট্র যে স্টান্স বদলে 'সুইট হিট' মারছে, তার প্রমাণ এবারের নির্বাচনেই ফেসবুক কে নিজেদের অপারেশন ঢেলে সাজাতে হয়েছিল।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

জেলা সভাপতি পদে ফের সতু রায়কেই ভরসা করিমগঞ্জ কংগ্রেসের কোর কমিটির

করিমগঞ্জ (অসম), ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : ফের সতুতেই ভরসা করিমগঞ্জ কংগ্রেসের কোর কমিটির। জেলা কংগ্রেসের কোর কমিটির রুদ্ধদ্বার বৈঠকে গৃহীত ২১-এর বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত সতু রায়কে সভাপতি পদে বহাল রাখা সম্পর্কিত সম্মতিপত্র প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা, রাজ্যের পর্যবেক্ষক জিতেন্দ্র সিং এবং সুস্মিতা দেবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সতু রায়ের ডেপুটি হিসাবে অর্থাৎ কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসেবে প্রদেশ কংগ্রেসের কাছে সুব্রত দেবের নাম কোর কমিটির পাঁচ সদস্য সুপারিশ করেলেও, বৈঠকে উপস্থিত বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের প্রতিনিধি তথা শহর মণ্ডল কংগ্রেসের সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ এর প্রবল বিরোধিতা করেন।

একুশের বিধানসভা নির্বাচনের দোড়গোড়ায় এসে এ ধরনের হঠকারি সিদ্ধান্তে না গিয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পোড়খাওয়া নেতা সতু রায়েই আস্থা রাখলেন জেলা কংগ্রেসের কোর কমিটির চেয়ারম্যান মণিলাল গোয়ালা, প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ, প্রাক্তন সংসদীয় সচিব মণিলাল গোয়ালা, প্রাক্তন সাংসদ ললিতমোহন শুক্লবৈদ্য থেকে আরম্ভ করে বদরপুরের বিধায়ক জামাল উদ্দিন আহমেদের প্রতিনিধি। একই সঙ্গে জেলা সভাপতি সতু রায়ের কাজকর্মে গতি আনতে সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেবকে কার্যনির্বাহী সভাপতি বানিয়ে দলকে শক্তিশালী করার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এদিনের কোর কমিটির বৈঠকে। তবে বৃহস্পতিবার দুপুরে ইন্দিরা ভবনে আয়োজিত জেলা কংগ্রেসের কোর কমিটির অন্যতম সদস্য তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের প্রতিনিধি তাপসকান্তি পুরকায়স্থ এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেন।ইন্দিরা ভবনের সূত্রের খবর, গত বেশ কিছুদিন থেকে জেলা কংগ্রেস সভাপতি পদে নতুন কাউকে বসানো নিয়ে তোড়জোড় চলছিল দলের অন্দরমহলে। কিছুদিন আগে দলের কেন্দ্রীয় নেতা জীতেন্দ্র সিঙের করিমগঞ্জ সফরের পরই বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হয়। মূলত কেন্দ্রীয় নেতার ইশারায়ই বর্তমান জেলা সভাপতি সতু রায়কে সরিয়ে নতুন কাউকে এই পদে বসানোর কথা ওঠে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা সহ সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী তথা শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই শেষ করে নিতে বলেন। তাঁরা এই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ সহ উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের কাছে দায়িত্ব সমঝে দেন।

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নির্দেশ অনুসারে দলের দুই নেতা দুই সভাপতির নাম প্রস্তাব করেন। প্রাক্তনমন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ জেলা কংগ্রেসের প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেবের নাম সুপারিশ করার পাশাপাশি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা রজত চক্রবর্তীর নাম সুপারিশ করেন। আর এতেই দেখা দেয় বিপত্তি। সভাপতি রদবদলের নামে দলের অভ্যন্তরীণ মহলে চরম লবিবাজির কথা আঁচ করতে পেরেই বিকল্প পথ খুঁজতে শুরু করে প্রদেশ কমিটি।

এদিকে সভাপতি বদল নিয়ে বিধায়ক কমলাক্ষ তাঁর পছন্দের প্রার্থী রজত চক্রবর্তীকে নিয়ে একগুঁয়েমি মনোভাব দেখাতেই বেঁকে বসেন দলের অন্যান্য নেতারা। তাঁরা প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদের পছন্দের প্রার্থীর পক্ষেই জোর সওয়াল করতে থাকেন। কমলাক্ষের একনায়কতন্ত্রের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে সভাপতি পদে সুব্রত দেবের পক্ষ সমর্থন করেন প্রাক্তন সংসদীয় সচিব মণিলাল গোয়ালা, বিধায়ক জামাল উদ্দিন আহমেদ, প্রাক্তন সাংসদ ললিতমোহন শুক্লবৈদ্য থেকে দলের পাঁচটি মণ্ডল কমিটির সভাপতিরা। যার লিখিতনামা ইতিমধ্যেই দলের উপর মহলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর রয়েছে। আর এই খবর চাউর হতেই নড়েচড়ে বসে দলের প্রদেশ কমিটি।

যেহেতু সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, তাই এ মুহূর্তেই জেলা সভাপতি রদবদল নিয়ে নেতাদের মধ্যে ইগোর লড়াইয়ে যাতে দলের কোনও ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে নতুন করে নির্দেশ জারি করে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। সভাপতি রিপুন বরা এক নির্দেশে বলেন, একুশের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক-মুহূর্তে এ ধরনের সিদ্ধান্তে না গিয়ে বিকল্প পথ খুঁজে নেওয়াটাই ভালো। করিমগঞ্জ কংগ্রেস কমিটি নিজেরাই বসে ঠিক করুক বর্তমান সভাপতি সতু রায়কে বহাল রাখা হবে, না কি বিকল্প কিছু করা হবে। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির আদেশ অনুসারে বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটা নাগাদ ইন্দিরা ভবনে কোর কমিটির সদস্যরা জরুরি বৈঠকে বসেন।আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাকমুহূর্তে জেলা সভাপতির পালা বদল নিয়ে জেলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল বেশ কিছুদিন থেকে সরগরম হয়ে উঠেছিল। প্রাক্তন পুরপতি দেবর্ষি ভট্টাচার্য, প্রাক্তন জেলা সভাপতি রজত চক্রবর্তী, জেলা কংগ্রেসের প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেব, জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র শাহাদত আহমদ চৌধুরী সভাপতি পদের দৌড়ে ছিলেন। এ নিয়ে দলের অন্দরে লবিবাজি চরম আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু নির্বাচনের আগমুহূর্তে দলের মধ্যে খেয়োখেয়ি এড়াতে জেলা কংগ্রেসের কোর কমিটি তড়িঘড়ি বৈঠকে বসে। বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটায় দলীয় সদর কার্যালয় ইন্দিরা ভবনে কোর কমিটির বৈঠক বসে। কোর কমিটির চেয়ারম্যান মণিলাল গোয়ালার নেতৃত্বে জরুরি বৈঠক চলে বেলা একটা পর্যন্ত। বদরপুরের বিধায়ক জামাল উদ্দিন ও উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ গুয়াহাটি থাকায়, উভয়ের হয়ে তাঁদের প্রতিনিধি কোর কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় ডিওয়াইএফ ও টিওয়াইএফ এর উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

ফের করিমগঞ্জে ছিনতাইবাজের শিকার মহিলা, খুইয়েছেন সোনার হার

করিমগঞ্জ (অসম), ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : পুলিশ প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবারও প্রায় লক্ষ টাকার সোনার গয়না হাতিয়ে নিয়েছে ছিনতাইকারীরা। ভরদুপুরে করিমগঞ্জ জেলা সদর শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে বলতে গেলে পুলিশের নাকের ডগায় অভিযান চালিয়ে গা ঢাকা দিতে সমর্থ হয়েছে ছিনতাইবাজ। গত বেশ কয়েকদিন থেকে করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে একের পর এক চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই অব্যাহত থাকলেও জেলা পুলিশ প্রশাসন ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় রয়েছে। শহরের মেইনরোডের রবীন্দ্র সদন মহিলা কলেজের সামনে দিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় জনৈক মহিলার কাছ থেকে নয় লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ছিনতাইয়ের পর এবার শিলচর রোডের জনৈক মহিলার গলার হার ছিনিয়ে নিয়ে গেছে দুই ছিনতাইবাজ।

এক কথায় জেলা সদরে চোর-পুলিশের খেলা অব্যাহত রয়েছে বললে মোটেও ভুল হবে না। জেলা পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমার ছিনতাইবাজদের ধরতে শহরের মেইনরোডে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতেই স্থান পরিবর্তন করে শহরেরই অন্য জায়গায় অপারেশন চালিয়ে লুটে নিয়েচে এক মহিলার গলার সোনার চেন। তবে এবারে কিছুটা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে খুব সহজেই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান, বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে শহরের শিলচর রোডের এএসটিসি অফিস সংলগ্ন এলাকা থেকে লক্ষ্মী দেব নামের এক মহিলার গলা থেকে সোনার চেন হাতিয়ে নিয়ে যায় দুই অপরিচিত যুবক। অন্যান্য ঘটনার মতো এবারও পথচারীরা কেউ কিছু বোঝে ওঠার আগেই ঘটনাস্থল থেকে গা ঢাকা দেয় ছিনতাইকারী। সে সময় জেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে শতশত লোকজন চলাচল করলেও ছিনতাইকারীদের টিকির নাগাল পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। যদিও এসএসটিসি কার্যালয়ের বিপরীতে নক্ষত্র হোটেলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বের করে ছিনতাইকারীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

জানা গেছে, শিলচর রোডের বাসিন্দা লক্ষ্মী দেব দৈনন্দিন কাজ সেরে যখন বাড়ি ফিরছিলেন তখনই তিনি ওই দুই ঠগবাজের খপ্পড়ে পড়েন। তাঁকে তন্ত্রমন্ত্রের ভয় দেখিয়ে নিজের গলা থেকে সোনার চেনটি খুলে দিতে বলে দুই যুবক। লক্ষ্মী দেবী যখন বিষয়টি বুঝতে পারলেন ততক্ষণে ছিনতাইবাজরা সেখান থেকে হাওয়া হয়ে যায়। বিষয়টি লোকমুখে জানাজানি হতেই এএসটিসি কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমতে থাকে। ততক্ষণে পুলিশও ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে সমগ্র ঘটনার বিস্তারিত জেনে নেয়।

এদিকে পাশেই অবস্থিত নক্ষত্র হোটেলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ আশাবাদী, এ ধরনের ঘটনায় জড়িত দোষীদের খুব শীঘ্রই ধরতে তাঁরা সক্ষম হবেন।

রাস্তা সংস্কারের দাবি, মস্তক মুণ্ডন করে শিলচর চামড়াগুদামে অভিনব সড়ক অবরোধ ক্ষুব্ধ জনতার

শিলচর (অসম), ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : মস্তক মুণ্ডন করে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বৃহস্পতিবার শিলচর চামড়া গুদামে অভিনব সড়ক অবরোধ করলেন ক্ষুব্ধ জনতা। পরে সাড়ে চার ঘণ্টার মাথায় কাজ শুরু হলে অবরোমুক্ত হয় রাস্তা।

'রাজনৈতিক নেতাদের ভুয়ো প্রতিশ্রুতি মানছি না মানবো না', 'অসম সরকার হায় হায়', 'পূর্ত বিভাগ হায় হায়', 'বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের টালবাহানা মানছি না মানবো না', 'শীঘ্রই বাদ্রি সেতু চালু করতে হবে' প্রভৃতি স্লোগানে চরম উত্তেজিত হয়ে ওঠে শহরের চামড়াগুদাম পয়েন্ট। বাদ্রিঘাট ব্রিজ ডিমান্ড কমিটি, বেরেঙ্গার এসকেপিপি এনজিও, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি সহ এলাকার বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তাদের আহ্বানে বেহাল সড়কের মেরামত ও বাদ্রি সেতুর উভয় তীরে অ্যাপ্রোচের কাজ সম্পন্ন করার দাবিতে বৃহস্পতিবার সকাল নয়টায় রাস্তায় নামেন এলাকার অসংখ্য ক্ষুব্ধ জনতা।

শিলচর শহর ঘেঁষা পুরাতন লক্ষ্মীপুর রোডের নাহাটা পয়েন্ট থেকে বাদ্রি সেতু পর্যন্ত বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে চামড়াগুদাম পয়েন্টে বৃহস্পতিবার সড়ক অবরোধ আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠে গোটা এলাকা। সরকারের চরম অবহেলা খামখেয়ালিপনার প্রতিবাদে আন্দোলনস্থলে কুড়িজন যুবক মস্তক মুণ্ডন করে তাঁদের ক্ষোভ উগরে দেন। আন্দোলনে সরকারের গাফিলতি ও অবহেলার বিরুদ্ধে জ্বালামুখি বক্তব্য পেশ করেন আজমল হোসেন বড়ভুইয়াঁ, বেরেঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত সভানেত্রীর প্রতিনিধি নজির হোসেন বড়ভুইয়াঁ, আইনজীবী হায়দর হোসেন লস্কর, ইকবাল হোসেন বড়ভুইয়াঁ, মওলানা এমএম হানিফ, বেরেঙ্গার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সভাপতি আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

অবশেষে সাড়ে চার ঘণ্টা পর বেলা দেড়টা নাগাদ পূর্ত বিভাগের (সড়ক) এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রথীন্দ্র চক্রবর্তী, অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহাব উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ আন্দোলনস্থলে উপস্থিত হয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সভাপতির জেসিবির সাহায্য চেয়ে তৎক্ষণাৎ কাজ শুরু করার কথা ঘোষণা করলে সড়ক অবরোধমুক্ত করেন ক্ষুব্ধ জনতা।

সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখুন, রাহুলকে পরামর্শ প্রকাশের

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.): প্রতিরক্ষার সংক্রান্ত বিষয়ে সংসদীয় কমিটির বৈঠকে রাহুল গান্ধীর ওয়াকআউট নিয়ে নিন্দায় সরব বিজেপি। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর জানিয়েছেন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে সম্মান করা উচিত রাহুল গান্ধীর। নয়তো গণতন্ত্রে তার ভূমিকা নগণ্য হয়ে দাঁড়াবে।

বৃহস্পতিবার বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করে জানিয়েছেন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান প্রতি রাহুল গান্ধীর কোনও আস্থা ও সম্মান নেই। সেই কারণেই সংসদীয় কমিটির বৈঠক থেকে তিনি ওয়াকআউট করেন। বছরভর সংসদীয় কমিটি কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে তাও ঠিক হবে এই বৈঠকে। কিন্তু রাহুল গান্ধী নিজের অজ্ঞানতার কারণে বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। বিগত আড়াই বছরে এই সমিতি চোদ্দবার বৈঠকে বসে। সব মিলিয়ে কেবল দুইবারই বৈঠকে উপস্থিত থেকেছেন রাহুল গান্ধী।

রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়নি। আসলে তিনি সাংবিধানিক কার্যবিধি এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন না। রাহুল গান্ধীর সরকার যখন কেন্দ্রে ছিল তখন মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ নথি ছিড়ে ফেলে ছিলেন তিনি। এর থেকেই অনুমেয় রাহুল গান্ধীর এই অভ্যেস বরাবরই রয়েছে।

আগামী দুই বছরের টোল বুথ মুক্ত হবে ভারত : নীতিন গড়করি

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহনমন্ত্রী নীতিন গড়করি বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, আগামী দুই বছরের মধ্যে টোল বুথ মুক্ত হয়ে যাবে। অনায়াসে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত যেতে পারে সেই জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কেন্দ্র সরকার। টোল আদায়ের জন্য এবার থেকে জিপিএস পরিচালিত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

বৃহস্পতিবার বাণিজ্য সংস্থা অ্যাসোচেমের আয়োজিত এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্র সড়ক পরিবহনমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এবার থেকে চালকের ব্যাংক একাউন্ট থেকে সরাসরি টোল আদায় করা হবে। নতুন-পুরনো মিলিয়ে সমস্ত রকমের বাণিজ্যিক ও বাণিজ্যিক নয় এমন বাহনে জিপিএস সিস্টেম বসানো হবে। এর জন্য শীঘ্রই পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হবে। আগামী বছর মার্চে টোল সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়াবে ৩৪ হাজার কোটি টাকা। জিপিএস ব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরে টোল আদায় হবে ১৩৪০০০ কোটি টাকা। দারিদ্রতা দূরীকরণ এবং রোজগার তৈরি করতে বাণিজ্যিক বিকাশ একান্ত আবশ্যক। বর্তমানে ভারতের বাণিজ্য ব্যবস্থা শহরকেন্দ্রিক। পরবর্তীতে এই ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে। শহর থেকে সমগ্র দেশে বাণিজ্যকরণ করতে হবে। পরিকাঠমো বিকাশের সঙ্গে বেসরকারি উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন।

গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কৃষিতে গুরুত্ব উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.): গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে কৃষি ক্ষেত্র। সেই লক্ষ্যে কৃষি ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী এবং লাভজনক হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।

বৃহস্পতিবার তামিলনাড়ুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, খরা, বন্যা, তাপপ্রবাহ, কীট পতঙ্গের মত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে ফসলের নতুন ধারা বিকশিত করতে হবে। যাতে করে এই ধরনের ফসল এমন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও বেড়ে উঠতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে আবহাওয়ার সঙ্গে যুজে থাকার মতন ফসল ফলাতে হবে। গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতিতে কৃষি যে অতি গুরুত্বপূর্ণ তার ওপর আলোকপাত করে উপরাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, কৃষি হচ্ছে আমাদের গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি। দেশের খাদ্য এবং পুষ্টির নিরাপত্তা বহন করে কৃষি ব্যবস্থা। এমন ধরনের ফসল ফলাতে হবে যা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও বেড়ে উঠতে পারে। সম্প্রতি কৃষিক্ষেত্রে একাধিক সংস্কার এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে প্রশাসন।

দিল্লিতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১৩৬৩ জন

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.): দিল্লিতে করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১৩৬৩। নিহত ৩৫। ওই সময়ের মধ্যে রাজধানীজুড়ে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৯০ হাজার ৩৫৪। সুস্থ হয়ে উঠেছে ২৩৯১। দিল্লিতে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ লক্ষ ১৩ হাজার ৩৫৭। নিহত ১০ হাজার ১৮২। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৫ লক্ষ ৯০ হাজার ৯৭৭।

বর্তমানে রাজধানী দিল্লিতে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১২ হাজার ১৯৮। সব মিলিয়ে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭৫ লক্ষ ৪১ হাজার ৩৪৮। দিল্লিতে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংখ্যা ৬৩৭৬। হোম আইসোলেশনে রয়েছে ৭১৬৮।

বনকর্মীদের হাতে চিতাবাঘের মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদ বিভিন্ন পশুপ্রেমী সংগঠনের

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাঙাপানির শিমুলতলা গ্রামে বনকর্মীদের হাতে চিতাবাঘের মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদে নেমেছে বিভিন্ন পশুপ্রেমী সংগঠন।

বৃহস্পিতবার দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরাম ও এই প্রজন্ম সংগঠনের তরফে শিলিগুড়ি প্রধান ডাকঘরের পাশে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে মৌন বিক্ষোভ দেখানো হয়।মোমবাতি জ্বালিয়ে এই মৌন বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সংগঠনগুলির তরফে এই ঘটনার জন্য বনদপ্তরকেই দায়ী করা হয়।এই ঘটনায় রেঞ্জ অফিসারের দিকেও আঙুল তোলেন তারা, আরও জানান, এই লেপার্ড খুনের ঘটনায় তারা ইতিমধ্যেই একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।ঘটনায় রেঞ্জ অফিসারের শাস্তির দাবি করছেন তারা।

২১-এর নির্বাচনে শিলচর আসনে ৫০ হাজারের বেশি ভোটে বিজয়ী হবেন বিজেপি প্রার্থী, দাবি প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতের

শিলচর (অসম), ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : শিলচর আসনে দল যাকে দাঁড় করাবে তিনিই বিপুল ভোটে বিজয়ী হবেন। আগামী ২০২১-এর নির্বাচনে ৫০ হাজারের বেশি ভোটের ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থী জয়লাভ করার সম্ভাবনা প্রবল। বরাক উপত্যকায় বিজেপির ভিত আরও শক্তিশালী করে তুলতে বৃহস্পতিবার শিলচর বিধানসভা ভিত্তিক দলীয় সাংগঠনিক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে এই দাবি করেছেন দলের প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস।

শিলচরের বঙ্গভবনে আয়োজিত কার্যকর্তা সভায় রঞ্জিত দাস বলেন, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি, গু ১০০, লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে দলের প্রত্যেক কার্যকর্তা বিরামহীন জনগণের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন। কাছাড় জেলার ৯ নম্বর শিলচর বিধানসভা ভিত্তিক দলের সাংগঠনিক সভায় প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত দাস পরিসংখ্যান তুলে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, অসমে দুই কোটি ভোটারের মধ্যে দেড় কোটি ভোট কাস্টিং হয়ে থাকে। আর বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন জনকল্যাণমুখী সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হয়েছেন নব্বই লক্ষের বেশি লোক। সেই হিসাবে শুধুমাত্র বিজেপি টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে ন্যূনতম ৭০ জন নিশ্চিতভাবে বিধায়ক নির্বাচিত হবেন। এবং শরিক দল মিলে ১০৩ জন বিধায়ক নিয়ে অসমে ফের সরকার গঠন করবে বিজেপি।

আজকের সভায় আসন্ন নির্বাচন এবং দলের সাংগঠনিক অবস্থান আরও মজবুত করে তুলতে বিভিন্ন রণকৌশল নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বর্তমান সরকারের জনহিতকর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন তিনি। সভায় উপস্থিত বুথ কমিটির প্রত্যেক সভাপতি, শক্তিকেন্দ্র সম্মিলনী এবং কার্যকর্তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আসন্ন ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে শিলচর আসনের প্রার্থী ৫০ হাজারের বেশি ভোটে জয়যুক্ত হতে সক্ষম হবেন জানতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত দাস।

এদিনের সভায় অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা উত্তরপূর্বের বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা কবীন্দ্র পুরকায়স্থ, প্রদেশ বিজেপির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা, শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায়, বিধায়ক দিলীপকুমার পাল, কাছাড় জেলা বিজেপি সভাপতি কৌশিক রাই, জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক কণাদ পুরকায়স্থ প্রমুখ।

মান্দারডিসা টোলপ্লাজায় ডিমা হাসাও জেলার কোনও যানবাহন থেকে ট্যাক্স নেওয়া হবে না, সিদ্ধান্ত

হাফলং (অসম), ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : মান্দারডিসা টোলপ্লাজায় ডিমা হাসাও জেলার কোনও ব্যক্তিগত এবং বাণিজ্যিক যানবাহন থেকে ট্যাক্স নেওয়া হবে না। এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ার আগেই মান্দারডিসায় হঠাৎ করে টোলপ্লাজা খুলতে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এবং অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

বুধবার দুই ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি দল মান্দারডিসায় গিয়ে শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত টোলপ্লাজা বন্ধ রাখার জোরদার দাবি জানায়। অন্যথায় বৃহস্পতিবার থেকে ছাত্র সংগঠন দুটি তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার হুমকি দিয়েছিল। এর পরই নড়ে চড়ে বসে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। তড়িঘড়ি বৃহস্পতিবার জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তিনজনের এক প্রতিনিধি দল মাইবাং ছুটে আসেন। মাইবাং আবর্ত ভবনে ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভাপতি সিদুত নাইডিং, সাধারণ সম্পাদক প্রমিত সেংইয়ং এবং অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভাপতি উত্তম লাংথাসার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে মান্দারডিসায় টোলপ্লাজা খোলা নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের ওপর দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। এর পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যতদিন পর্যন্ত শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের কাজ সম্পূর্ণ হবে না, ততদিন পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলার বাণিজ্যিক যানবাহন সহ ব্যক্তিগত যানবাহন আসা যাওয়া করার ক্ষেত্রে কোনও ট্যাক্স নেওয়া হবে না মান্দারডিসা টোলপ্লাজায়।

তবে বাইরের বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত যানবাহনের ক্ষেত্রে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের ধার্য ট্যাক্স মিটিয়ে দিতে হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ খবর জানিয়েছেন প্রমিত সেংইয়ং ও উত্তম লাংথাসা। তাছাড়া শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের নির্মাণ কাজ নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে এমন অভিযোগ তুলে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে এর তদন্তের দাবি জানানোর পাশাপাশি ইনরিমবাংলো থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত অংশে স্থবির রাস্তার কাজ অবিলম্বে শুরু করার দাবি জানায় ছাত্র সংগঠন দুটি।

বৈঠকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ২০২১ সালের এপ্রিলের মধ্যে বন্ধ মহাসড়কের বাকি অংশের কাজ শুরু করা হবে বলে ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ও অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেছেন।

পুলিশের জালে করিমগঞ্জের ত্রাস কুখ্যাত গাড়ি চোর মিসবা

বাজারিছড়া (অসম), ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ ও সংলগ্ন জেলা তথা বাজারিছড়া এলাকার ত্রাস কুখ্যাউত গাড়ি চোর কটামণি এলাকার ছলামনা গ্রামের জনৈক জমির আলির বছর ২৮-এর মিসবা উদ্দিনকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। ধৃত মিসবা উদ্দিন এর আগে বিভিন্ন চুরির দায়ে জেল হাজত খেটে এসেছে।সম্প্রতি কটামণি, বাজারিছড়ার মাকুন্দা হাসপাতাল, লোয়াইরপোয়া ইত্যাদি এলাকায় সংঘটিত একাধিক চুরির সঙ্গে মিসবা জড়িত বলে জানিয়েছেন বাজারিছড়া থানার ওসি এআর সিনহা। তিনি জানান, মিসবা উদ্দিনের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযোগ আছে। আগামীকাল করিমগঞ্জে বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হবে ধৃত মিসবা উদ্দিনকে, জানান ওসি সিনহা। এদিকে কুখ্যাত ত্রাস সৃষ্টিকারী গাড়ি চোরকে পাকড়াও করায় পুলিশের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় মানুষজন।

বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে চাকমা সংগঠনের পক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

হাজার হাজার কোটি টাকা যেভাবে খরচ করেন তিনি

হলিউড তারকা উইল স্মিথের মোট সম্পদের অর্থমূল্য কত, জানেন? বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা। হলিউডে তাঁর চেয়ে সম্পদশালী তারকার অভাব নেই। তবে, খুব কম তারকাই উইল স্মিথের মতো বিলাসী জীবন যাপন করেন। উইল স্মিথের গাড়ির সংগ্রহ শুনলে আপনারও চোখ কপালে উঠবে। তাঁর বাড়িতে আছে আটটি গ্যারেজ। সেখানে থাকে মার্সিডিজ বেঞ্জ, মেব্যাক ফিফটি সেভেন এস, নাইন্টিন সিক্সটি ফাইভ ফোর্ড মাসট্যাং, বেন্টলে আজুর, ক্যাডিলাক এসকালাডেসহ বিশ্বের চমৎকার সব গাড়ি। তাঁর স্ত্রী জাডা পিঙ্কেট রোলস রয়েস চালান। দুই চাকার বাহনেও বেশ আগ্রহী তিনি। দোতলা একটা মোটরহোমও আছে তাঁদের। অর্থাৎ গাড়ির ভেতরেই বাড়ি। সেই বাহনটির দাম ২১০ কোটি টাকার কম নয়। পরিবার নিয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘুরতে খুবই ভালোবাসে উইল। সে জন্য ব্যক্তিগত জেটও আছে। তাঁর প্রিয় বেড়ানোর জায়গা ইবিজা, হাওয়াই আর ইউরোপ। ২০১৯ সালেই ইয়টে করে গ্রিস আর ইতালি গেলেন। রাজকীয় সেই ইয়টে ছিল স্পা পুল, জেট স্কি আর কত কী! পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও সেই যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন আরও ১৩ জন সাহায্যকর্মী ও স্টাইলিস্ট।স্মিথেরা যেই বাড়িতে থাকেন, খুব কম তারকাই এমন বাড়িতে থাকেন! তাঁর বাড়ির দাম পড়বে ৮৫০ কোটি টাকার কিছু বেশি। ২৫০০ বর্গফুট জায়গাজুড়ে শুধু বাড়িটি। ৯টি শোবার ঘর, হোম থিয়েটার ছাড়াও সেখানে আছে গলফ খেলার মাঠ, বাস্কেটবল, টেনিস আর ভলিবল কোট। পুল তো আছেই, সঙ্গে একটা বিশাল লেকও আছে। তাই বলে ভাববেন না, ৫১ বছর বয়সী উইল স্মিথের এই একটাই বাড়ি। এ ছাড়া মালিবু, পেনসিলভানিয়া ও হাওয়াইয়েও বাড়ি আছে উইলের। ওভারব্রুক এন্টারটেইনমেন্ট বলে স্মিথদের প্রযোজনার প্রতিষ্ঠান আছে, আছে একটা বাস্কেটবল দল।

ইতি, আপনাদের কিয়ারা

অন্তর্জালের দুনিয়ায় ভক্তদের প্রশ্নের সাপেক্ষে ঘরে থেকে কিয়ারার খোলা চিঠি:আমি সব সময়ই খানিকটা ঘরকুনো। যেখানেই থাকি, ঘরে ফেরার জন্য কাতর থাকি। বোধ হয় ঘরের খাবারের জন্য। আগে মাঝেমধ্যে আমি কেক বানাতাম। আর গাজরের হালুয়া। এখন আপনি একটা ভারতীয় খাবারের নাম বলতে পারবেন না, যেটা আমি রান্না করতে পারি না। আমি এ জন্য সত্যিই খুব খুশি আর গর্বিত। তাই আমার নিজেকে মোটেই মুরগি মনে হচ্ছে না, যাকে জোর করে খাঁচায় আটকে রাখা হয়েছে। আমি বাইরে যাওয়ার জন্য মোটেই পাগল হয়ে নেই। সম্প্রতি আমি আমার স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। এ যেন গাড়িতে করে নিজের ফেলে আসা দিনগুলোতে ফিরে যাওয়া। অনেকের মতো আমিও শুরুতে এই দিনগুলো নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলাম। অনেকে দুশ্চিন্তায় রাতের পর রাত ঘুমাতে পারেনি। চারপাশে নেতিবাচকতার ছড়াছড়ি। এর ভেতরেও আমাদের বেঁচে থাকতে হবে, ভালো থাকতে হবে। সবাই ঘরে থেকে, নিরাপদ দূরত্বে থেকে শক্ত মনোবল নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। আমি বেশ আছি। নিজের পছন্দমতো অনলাইন কোর্স করছি। নিজেকে সময় নিয়ে বোঝার জন্য এর চেয়ে ভালো সময় আর হয় না। আগে তো কাজে, চরিত্র নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতাম, যে নিজেকেই ভুলে থাকতে হতো। ছবি হিট করল, সেই সফলতা উপভোগ করারও ফুরসত মেলেনি। এখন না হয় ঘরে বসে প্রার্থনা আর শুকরিয়া করে নিজের জীবন যতটা এগোল, তাই উদ্‌যাপন করি। আর দোয়া করি, আপনাদের সমস্ত প্রার্থনার যেন উত্তর মেলে।

শাহরুখের বিপরীতে অভিনয় করে বলিউডে সফলভাবে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন এই অভিনেত্রীরা

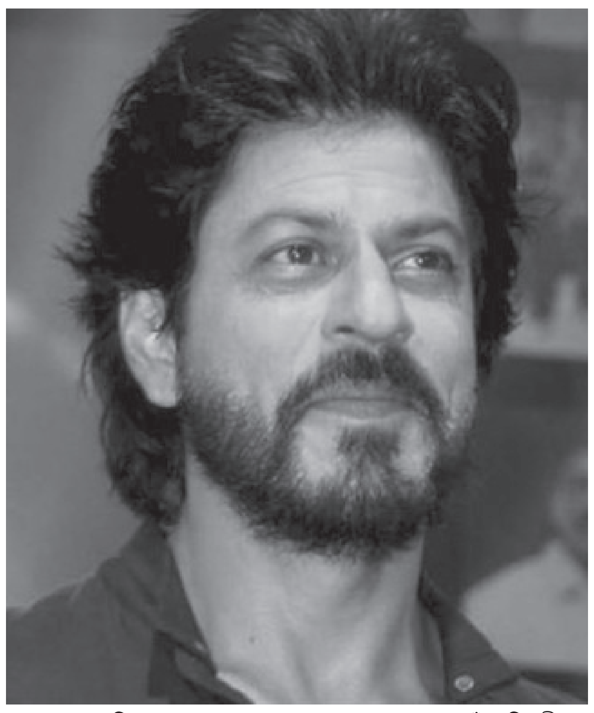

৫৪ বছরে পা দিলেন শাহরুখ খান। শুধু দেশ নয়, সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও শাহরুখের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। স্বভাবতই কিং খানের জন্মদিনে তাঁর ভক্তদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বাঁধনছাড়া উচ্ছ্বাস। টুইটার থেকে ফেসবুক, সোশ্যাল মিডিয়ায় সর্বত্র কিং খানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট উপচে পড়ছে। বহু বছর ধরেই বলিউডে অভিনয় করছেন শাহরুখ। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করার জন্য মুখিয়ে থাকেন সবাই। এহেন শাহরুখের সঙ্গে অভিনয় করেই বলিউডে কেরিয়ার শুরু করেছেন অনেক অভিনেতা --- অভিনেত্রী। জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিলেন। এই প্রতিবেদনে জেনে নেব সেরকমই ছয় অভিনেত্রীর নাম। শিল্পা শেট্টি: ১৯৯৩ সালে শাহরুখ খান তখন ধীরে ধীরে সুপারস্টার হওয়ার দিকে এগোচ্ছেন। সেই সময়েই মুক্তি পেয়েছিল ‘বাজিগর’। বক্স অফিসে অন্যতম হিট সিনেমা ছিল সেটি। শাহরুখের অভিনয় তো সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছিলই, পিছিয়ে ছিলেন না শিল্পাও। নিজের প্রথম ছবিতেই শাহরুখের বিপরীতে দুর্দান্ত অভিনয় করেছিলেন তিনি। আর তারপর থেকে শিল্পাকে আর কখনও পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। মহিমা চৌধুরী: ১৯৯৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘পরদেশ’ থেকেই বলিউডে কাজ শুরু করেছিলেন মহিমা চৌধুরী। বিপরীতে ছিলেন ‘এসআরকে’। ছবিটি বক্স অফিসে দুর্দান্ত ব্যবসা করেছিল। ফিল্মফেয়ারে ‘বেস্ট ডেবিউ’—র পুরস্কার জিতেছিলেন মহিমা। এরপর দীর্ঘদিন বলিউডের বিভিন্ন সিনেমায় কাজও করেছিলেন তিনি। প্রীতি জিন্টা: ১৯৯৮ সালে ‘দিল সে’ সিনেমাটিতে প্রথমবার অভিনয় করেছিলেন প্রীতি জিন্টা। উল্টোদিকে ছিলেন সেই শাহরুখ খান। যদিও পরবর্তীতে সেরকম বড় কোনও সিনেমায় অভিনয় না করলেও, সুন্দরী প্রীতি খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। শাহরুখের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বও গভীর হয়েছিল। যা কিনা এখনও বর্তমান। দীপিকা পাড়ুকোন: কিংবদন্তি প্রকাশ পাড়ুকোনের মেয়ে, তথা বলিউড অভিনেতা রনবীর সিংয়ের স্ত্রী। এসব কিছুর উপরে বলিউড অভিনেত্রী হিসেবেই পরিচিতি বেশি দীপিকা পাড়ুকোনের। সেই দীপিকাই নিজের বলিউড কেরিয়ার শুরু করেছিলেন শাহরুখের বিপরীতে। ২০০৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল সিনেমা ‘ওম শান্তি ওম’। তাতেই দুর্দান্ত অভিনয় করেছিলেন দীপিকা। ফিল্ম ফেয়ারে ‘সেরা ডেবিউ’---এর পুরস্কার জিতেছিলেন তিনি। অনুষ্কা শর্মা: ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলির স্ত্রী তথা বলিউড অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মারও ডেবিউ সিনেমা ছিল শাহরুখের সঙ্গে। ২০০৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘রব নে বনা দি জোড়ি’ সিনেমাটির মাধ্যমে বলিউডে পা রেখেছিলেন অনুষ্কা। সিনেমাটি তো হিট করেইছিল, পাশাপাশি ‘বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্ট্রেস’ এবং ‘ফ্রেশ ফেস অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার জিতেছিলেন তিনি। মাহিরা খান: পাকিস্তানের অন্যতম বিখ্যাত অভিনেত্রী মাহিরা খানও ভারতে নিজের প্রথম ছবিতে অভিনয় করেছিলেন কিং খানের বিপরীতে। ‘রইস’ সিনেমায়।

নারী সৈনিকদের নিরাপত্তা সচেতনতার আন্দোলনে সালমা হায়েক

তাঁর অনেক ভক্ত মনে করেন, এই গ্রহের সবচেয়ে রূপবতী নারীর নাম সালমা হায়েক। গত রোববার নিজ আঙিনায় সবুজ পাতাদের সঙ্গে সেলফি পোস্ট করেছিলেন মেক্সিকান-আমেরিকান এই তারকা। ইনস্টাগ্রামে ওই ছবিতে তাঁর রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতে দেখা যায় ভক্তদের। বেশির ভাগের মত, সালমা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার। তাঁর মেকআপ লাগে না। কেউবা মন্তব্য করেছেন, তিনি একজন সুন্দর মনের মানুষও বটে।গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে হলিউড মাতিয়েছেন সালমা হায়েক। তাঁর গ্ল্যামার ও অভিনয় কাঁপিয়েছে বিশ্বকে। ৫৩ বছর বয়সেও তাঁর সৌন্দর্য এতটুকু মলিন হয়নি। বিকিনি পরে সাগরপাড় থেকে ছবি তুলে এখনো ভক্তদের সেটা জানান দেন তিনি।অভিনয় ও সৌন্দর্য ছাপিয়ে সালমা প্রকৃত অর্থেই সুন্দর। ঘরে বসে বেকার সময় পার করছেন না তিনি। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মানুষকে উদ্দীপ্ত করছেন। নিরুদ্দেশ মার্কিন নারী সৈনিককে ফিরে পাওয়ার ঐক্যে ঘর থেকে যুক্ত হয়েছেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সোচ্চার হয়েছেন ওই তরুণীকে ফিরিয়ে দেওয়া ও নারী সৈনিকদের নিরাপত্তায় সচেতনতার আন্দোলনে। ওই তরুণীর তথ্য, ছবিসহ প্ল্যাকার্ড হাতে প্রচারণা চালাচ্ছেন সালমা হায়েক।গত ২২ এপ্রিল টেক্সাস থেকে নিরুদ্দেশ হন ২০ বছরের তরুণী ভানেসা গুলেন। তিনি মার্কিন সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।সালমার মতো আরও অনেক তারকাই তাঁকে ফিরে পাওয়ার জন্য কাজ করছেন। ভানেসার বোন মাইরা গুলেন এ জন্য একজন আইনজীবী খুঁজছেন, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। প্রায় সব স্তরের মানুষ ভানেসার জন্য এ ব্যয় করতে একজোট হচ্ছেন।

বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ মানুষ ‘বেশি ঝুঁকিতে’

বিশ্বের প্রায় ১৭০ কোটি বা এক-পঞ্চমাংশ মানুষের অন্তত একটি দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা আছে যা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাদের গুরুতর অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে; ব্রিটিশ এক মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধে এসেছে এমন তথ্য।ল্যানসেট গ্লোবাল হেলথ-এ সোমবার প্রকাশিত ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, ইউরোপের মতো তুলনামূলকভাবে বেশি বয়স্ক মানুষের অঞ্চলে এবং আফ্রিকার মতো এইচআইভি/এইডস-এর উচ্চ প্রবণতার অঞ্চলে করোনাভাইরাস মহামারীর ঝুঁকি বেশি।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে ৮০ লাখের বেশি মানুষের মধ্যে করোনাভাইরাস শনাক্ত করা গেছে। মারা গেছে ৪ লাখ ৩৬ হাজারের বেশি। বিভিন্ন দেশের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মৃতদের সিংহভাগই বয়স্ক মানুষ।

১৮৮টি দেশের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গবেষকরা ধারণা পেয়েছেন, বিশ্বে সত্তরোর্ধ জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ বা ফুসফুসের রোগের মতো কোনো না কোনো দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগছেন।

তারা নতুন করোনাভাইরাসের সংস্পর্শে এলে অনেক বেশি ঝুঁকিতে থাকবেন।অন্যদিকে কাজ করতে সক্ষম এমন বয়সীদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী রোগ আছে ২৩ শতাংশের। আর ২০ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে তা ৫ শতাংশ।

ওই নিবন্ধের অন্যতম লেখক লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিকাল মেডিসিনের অ্যান্ড্রু ক্লার্কের মতে, এই সংখ্যাগুলো লকডাউনের বিধিনিষেধ শিথিল করার পথে থাকা দেশগুলোর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতে পারে।

“দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যা থাকা মানুষদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দিতে অথবা ভবিষ্যতে টিকা দেওয়ার জন্য তাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি কাজে লাগানো যায়।”

মহামারীর প্রথম থেকেই গবেষকরা জানতেন, কোনো রোগ থাকলে বয়স্কদের করোনাভাইরাসের স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। তবে ড় ক্লার্কের মতে, এখন আরও ভালোভাবে সংখ্যাগুলো নিয়ে ধারণা পাওয়া যাবে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের স্বাস্থ্য দপ্তরগুলো থেকে তথ্য নিয়ে গবেষকরা ১১টি ক্যাটাগরিতে দীর্ঘমেয়াদী রোগগুলোকে ফেলেছেন যেগুলো থাকলে কোভিড-১৯ এ কেউ গুরুতর অসুস্থ হতে পারেন।

অটোইমিউন ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তিরাও এই তালিকায় আছেন, যারা নিয়মিত ইমিউনোসাপ্রেসিভ ওষুধ খান। কেমোথেরাপির মত চিকিৎসা নেওয়া রোগীরাও তালিকায় আছেন।

এ গবেষণায় যে ধারণা পাওয়া গেছে, তাতে করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বিশ্বের প্রায় ৪ শতাংশ মানুষ বা প্রায় ৩৪ কোটি মানুষের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হতে পারে।

কোনো দীর্ঘমেয়াদী রোগ নেই এমন সুস্থ বয়স্ক ব্যক্তিদের ঝুঁকির কথা এ গবেষণায় বিবেচনা করা হয়নি। দারিদ্র্য ও স্থূলত্বের মতো ঝুঁকির কারণগুলোও বাদ রাখা হয়েছে।

একবারেই ”খাইকে পান বানারাস ওয়ালা” গেয়ে ফেলেন কিশোর কুমার ! জানালেন সমীর

৯০-এর দশক থেকে এখনও অবধি তাঁর রাজত্ব চলছে বলিউডে। সঙ্গীত জগতে তিনি আধিপত্য স্থাপন করেছেন। ৮-৮০ সকলেই তাঁর গানে মুগ্ধ, তিনি হলেন গীতাকার সমীর। গিনিস ওয়ার্ল্ড বুক রেকর্ডে সর্বাধিক গান লেখার রেকর্ড গড়েছেন এই শিল্পী। ”মেরা দিল ভি কিতনা পাগল হে, ”মে তো রাস্তে সে জা রাহা থা”, ”চার বাজ গায়ে লেকিন পার্টি আভি বাকি হে” এই জনপ্রিয় গানগুলি তিনি উপহার দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রজন্মের জন্য সমীর গান লিখেছেন এবং মনও জয় করেন। তবে এবার কিশোর কুমারকে নিয়ে তিনি এক অজানা কথা ফাঁস করলেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে সমীরের গানের জীবন নিয়ে কথা বলা হয়। কীভাবে তিনি এই জগতে এলেন এবং খ্যাতি অর্জন করলেন সমস্ত কিছুই জানালেন গীতিকার। কিশোর কুমারকে নিয়ে সমীর বলেন, ”ডন” ছবির বিখ্যাত গান ”খাইকে পান বানারাস ওয়ালা” তিনি একবারেই গেয়ে ফেলেন। এছাড়া কিশোর কুমার তাঁর বাবার লেখা একাধিক গানে নিজের গলাও দিয়েছেন।সমীর জানালেন, ”আমার যখন ১৭ ছিল তখন এই গানের রেকর্ড হয় এবং প্রথমবার আমি কিশোর কুমারকে দেখি। সেই গানের রেকর্ড হয়েছিল মুম্বইতে। ওই দৃশ্য আমার আজও মনে আছে। রেকর্ডিং রুমে ছিলেন আমার বাবা, কিশোর কুমার এবং অমিতাভ বচ্চন। সবাই জানতেন, তিনি মজাদার মানুষ ছিলেন। কিন্তু যখন আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় তিনি একজন বড় তারকা ছিলেন। তাঁর সাজসজ্জা দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে যাই। পরনে লুঙ্গি, চোখে কাজল এবং পায়ে দুই ধরণের চপ্পল ছিল। একটা চপ্পলের সঙ্গে অন্য চপ্পলের কোনও মিল নেই। একটি পায়ে স্ত্রীয়ের চপ্পল পরে আসেন। বাবা যখন তাঁকে গানের কথা বললেন, তিনি সেই লেখাতে কোনও মিল খুঁজে পাননি। এরপর হঠাতই তিনি বললেন, শুধু একবারই পুরো গান গাইবেন এবং মাঝখানে কেউ ভুল ধরার চেষ্টা করবেন না।

কেউ লক্ষীলাভ করলে মিথ্যে কেন রটাতে যাবে”, ”হাউসফুল-৪”-এর আয় প্রসঙ্গে অক্ষয়

মহানগর ওয়েবডেস্ক: প্রত্যাশা ছিল না, তা সত্ত্বেও ১০০ কোটির ব্যবসা করে ফেলেছে অক্ষয়ের ”হাউসফুল-৪”। আর তাতেই সন্দেহ দানা বেঁধেছে বলিপাড়ার অন্দরে। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে এই সিনেমার আয়ের হিসাব নাকি বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে সাংবাদিকদের কাছে।এই বিষয়ে অক্ষয় জানান, ”কেউ কোনওদিন তাঁর সিনেমার আয় নিয়ে মিথ্যা কথা বলতে পারে? আপনারা আমাকে দেখে বুঝতে পারছেন আমি মিথ্যা বলছি না সত্যি? আমাকে হতাশ দেখাচ্ছে। আমি এমন সময়কার লোক যখন মানুষ নানা বিষয়ে নানা কথা বলত। আমি তাঁদের কিছু বলেছি কখনও। স্কুলে আমাকে শেখানো হয়েছিল, নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে।” অক্ষয় আরও জানান, ”আপনারা তো সাংবাদিক চাইলেই হল মালিক বা ট্রেড অ্যানালিসিস্টদের জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা। আমি কিন্তু খবরের কাগজে কিছু লিখছি না আপনারাই লিখছেন সবটা। আমি একটা কথা বলতে চাই, আপনারা যখন নিজেরাই লিখছেন নিশ্চয়ই যেনে বুঝে লিখছেন। তাহলে ভুল কী ঠিক আপনারাই বিচার করবেন সেটা।”সাজিদ নাদিদওয়ালিয়ার প্রযোজনায় ইতিমধ্যেই বক্স অফিসে ১২০ কোটির কাছাকাছি আয় করে ফেলেছে ”হাউসফুল-৪”। অক্ষয় ছাড়াও এই সিনেমাতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে রীতেশ দেশমুখ, ববি দেওল, পূজা হেগড়ে, কৃতি শ্যানন, কৃতি খারবান্দা, চাঙ্কি পান্ডেকে।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় ওয়াকফ বোর্ডের উদয়পুর মসজিদ কর্মকর্তারা ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

অসমে বিজেপির ভিত যথেষ্ট মজবুত ২১-এর নির্বাচনে দলের ১০০ লক্ষ্য পূরণ করবেন রাজ্যবাসী : প্রভারি পান্ডা

গুয়াহাটি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমে ভারতীয় জনতা পার্টির ভিত যথেষ্ট মজবুত। রাজ্যের জনসাধারণের আস্থা এবং বিশ্বাসের বলেই বিজেপি্গু ১০০ৃ লক্ষ্য পূরণ করবে। কোনও আঞ্চলিক দল বিজেপির ভোটে প্রভাব ফেলবে না। দাবি করেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা তথা দলের অসম প্রদেশ প্রভারি বৈজয়ন্ত পান্ডা।

বৃহস্পতিবার গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়িতে শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের মিলনায়তনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করছিলেন বিজেপির অসম প্রদেশ প্রভারি বৈজয়ন্ত পান্ডা। তিনি বলেন, 'অসমে বিজেপির স্থিতি বহু মজবুত। রাজ্যে ভূমিষ্ঠ ছোট ছোট আঞ্চলিক দলগুলি বিজেপির ওপর কোনও প্রভাব ফেলবে না। পান্ডা বলেন, 'কোনও কোনও নেতা এক আঞ্চলিক দল থেকে আরেক আঞ্চলিক দলে গিয়ে যোগ দিচ্ছেন। এতে বিজেপির কী, কোনও প্রভাব পড়বে না। তাঁর দাবি, অসমবাসী মোদীজিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন, জানাচ্ছেন এবং জানাবেনও।

পান্ডার বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে যে ধরনের অগ্রাধিকার দিয়েছে তার তুলনা হয় না। মোদী যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে সব যে পালিত হচ্ছে, তা সর্বত্র স্বচ্ছ জলের মতো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিগত ৭০ বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে কাজ হয়নি তা গত সাত বছরে মোদী সরকার সম্পন্ন করে দেখিয়েছে। এইমসথেকে শুরু করে, পূর্ত দফতরের প্রজেক্ট, মহিলা সবলীকরণ, সব ধরনের পরিকাঠামোগত কাজ তীব্রগতিতে এগিয়ে চলছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বলে ২.৭০ লক্ষ মানুষের ঘর নির্মাণ হয়েছে, অরুণোদয় প্রকল্প বলে ১৯ লক্ষ পরিবারকে ৮৩০ টাকা করে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে, ইতিমধ্যে ১ লক্ষ মানুষকে ভূমিপাট্টা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ঐতহাসিক বড়োচুক্তি সম্পাদনও মোদী সরকারের এক সাফল্য।

সাংবাদিক সম্মেলনে অসম প্রভারি বৈজয়ন্ত পান্ডা বলেন, সমগ্র বিশ্বে ভারতের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রসঙ্গ চর্চায় এসেছে। কোভিড কালে তাচ্ছিল্য করে বলা হয়েছিল, ভারত কোভিড-এর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে না। অথচ ভারতবর্ষ তা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব রেকর্ড, মত্যুর হার গোটা বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন ভারতে।

এদিকে, বিতর্কিত কৃষি আইনকে নিয়ে দিল্লিতে যখন প্রতিবাদ অব্যাহত, তখন এই আইনকে কৃষকদের জন্য মঙ্গলকারক বলে অভিহিত করেছেন বৈজয়ন্ত পান্ডা। তিনি বলেন, 'দেশের কৃষি আইন ১৯৬০ সালে প্রণয়ন করা হয়েছিল। দুর্ভিক্ষকালে। বিরোধী দলগুলো আজ বলছে বিজেপি এনেছে এই কৃষি আইন। অথচ এই বিরোধীরাই আগে এই বিল পাশ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের সৎসাহস হয়নি তা আইনে প্রবর্তিত করতে।' তিনি বলেন 'আগের নিয়ম অনুযায়ী কৃষকদের নিজেদের উৎপাদিত শস্য বিক্রি করার অবকাশ ছিল না। এখন থেকে কৃষকরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী দেশের যে-কোনও স্থানে তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করতে পারবেন। পূর্ববর্তী নিয়ম অনুযায়ী মধ্যস্বত্বভোগী লাভের অংশ খেয়ে নিত, এবার নতুন আইন অনুযায়ী মধ্যস্বত্বভোগীর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে।' কৃষি আইনের সমর্থনে এভাবেই তাঁর মতামত তুলে ধরেছেন প্রভারি পান্ডা।

অন্যদিকে, সদ্যসমাপ্ত বডোল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর নির্বাচনে বিজেপির আশাপ্রদ ফলাফলে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন বৈজয়ন্ত পান্ডা। বলেন, আগামী ১১২ দিন পর অনুষ্ঠেয় অসম বিধানসভা নির্বাচনেও বিজেপির প্রদর্শন আশাপ্রদ হবে। আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি একক শক্তিতেই ময়দানে নামবে কিনা এক জিজ্ঞাসার জবাবে পান্ডা বলেন, 'অসমে বিজেপির অবস্থান এখন যথেষ্ট শক্তিশালী, মজবুত স্থিতিতে আছে দল। তবে নির্বাচনে একক শক্তিতে অবতীর্ণ হবে কিনা তা নিয়ে এখনই কথা বলা ঠিক হবে না। কোনও দলকেই বিজেপি একঘরি করেনি বা করবে না। বলছি, বিজেপির অবস্থান যথেষ্ট মজবুত।'

আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-প্রভারি পবন শর্মা, অসম প্রদেশ বিজেপির দুই উপসভাপতি জয়ন্তমল্ল বরুয়া ও স্বপ্ননীল বরুয়া, প্রদেশ সম্পাদিকা অকণী দেবী, প্রদেশ বিজেপের প্রধান মুখপাত্র রূপম গোস্বামী, মুখপাত্র পবিত্র মার্ঘেরিটা, মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক দেওয়ান ধ্রুবজ্যোতি মরল প্রমুখ।

প্রয়াত লোয়াইরপোয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কানুরঞ্জন পাল, শোক বহুজনের

লোয়াইরপোয়া (অসম), ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার লোয়াইরপোয়া মোটর স্ট্যান্ড এলাকার প্রবীণ নাগরিক তথা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সর্বজনপরিরয় ব্যক্তিত্ব কানুরঞ্জন পাল প্রয়াত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল পাঁচটা নাগাদ নিজের বাড়িতে বার্ধক্যজনিত রোগ ভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যকালে বয়স হয়েছিল ৮৭। প্রয়াত কানুরঞ্জন রেখে গেছেন চার পুত্র সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ।

আজ সকালে কানুরঞ্জন পালের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁর বাড়িতে ভিড় জমান বিভিন্ন স্তরের জনতা। তাঁরা প্রয়াতের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে শোকাগ্রস্ত পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। আজ তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

এদিকেয কানু পালের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, প্রাক্তন বিধায়ক মণিলাল গোয়ালা, যুব কংগ্রেস নেতা শচিন সাহু, ডিএফও জালনুর আলি, লোয়াইরপোয়া সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান শংকরপ্রসাদ লোহার, পাথারকান্দি, লোয়াইরপোয়া ও দোহালিয়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার যথাক্রমে দেবজ্যোতি নাথ, শুভ্রাংশু শেখর নাথ ও প্রবীর বিশ্বাস। সেই সঙ্গে কানুরঞ্জন পালের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বৃহত্তর পাথারকান্দি কর্মরত সাংবাদিক সংস্থার কর্মকর্তা সহ অনিমেষ মেধি, চন্দন চক্রবর্তী, বিবি-প্রধান সাদিক আহমেদ চৌধুরী, সেলিম উদ্দিন, অমিতাভ দে, তুষার ভট্টাচার্য, হৃষিকেশ নন্দি, সোনালি চৌধুরী, দেবেন্দ্র সিনহা, মণিকান্ত শর্মা, প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, প্রয়াত কানুরঞ্জন পাল লোয়াইরপোয়া সমবায় সমিতির ডিলারও ছিলেন। অত্যন্ত রসিক ও ধার্মিক ছিলেন তিনি।

করোনা-প্রকোপে বেসামাল পাকিস্তান, মৃত্যু বেড়ে ৯,০৮০

ইসলামাবাদ, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): আবারও অনেকটাই মৃত্যু বাড়ল পাকিস্তানে, বুধবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৭১ জন রোগীর। বাড়ল কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৫৪৫ জন। ফলে পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫২২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৯ হাজার ৮০ জনের।

বৃহস্পতিবার সকালে পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৫৪৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭১ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৪৮,৫২২। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪২,৮৫১। পাকিস্তানে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩,৯৬,৫৯১ জন। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে পজিটিভিটি রেট ৬.৩ শতাংশ।

পিএম কেয়ার ফান্ড নিয়ে ফের সরব কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রীয় সরকারের পিএম কেয়ার ফান্ড নিয়ে ফের নিন্দায় সরব কংগ্রেস। দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত এটা স্পষ্ট নয় পিএম কেয়ার ফান্ড সরকারের অধীনে নাকি কোন বেসরকারি সংস্থার ফান্ড এটি। আরও বড় সমস্যা হচ্ছে সরকার এ বিষয়ে জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছে না।

বৃহস্পতিবার টুইট করে রাহুল গান্ধী দাবি করেছেন যে স্বচ্ছতাকে বিদায় জানান হয়েছে। নিজের টুইট বার্তা সঙ্গে একটি খবরের অংশ পোস্ট করেছেন তিনি। সেই খবরে দাবি করা হয়েছে পিএম কেয়ার ফান্ডের নথির মধ্যে স্ববিরোধ রয়েছে। এটি সরকারি নাকি বেসরকারি ফান্ড তা বোঝা যাচ্ছে না। খবরে আরও একটি কথা লেখা রয়েছে যে এক জায়গায় বলা হয়েছে এই ফান্ড বেসরকারি।

উল্লেখ করা যেতে পারে দেশজোড়া করোনা পরিস্থিতির মধ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে ত্রাণ ও সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পিএম কেয়ার ফান্ড নির্মাণের ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই তহবিলে অর্থ দান করেছিলেন বিভিন্ন বিশিষ্ট শিল্পপতি থেকে শুরু করে বলিউড অভিনেতারা। কিন্তু প্রথম থেকেই এই তহবিল নিয়ে সন্দিহান কংগ্রেস।

কৃষক আন্দোলনের বিরোধিতা দায়ের করা পিটিশন খারিজ করে দিল আদালত

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.): হরিয়ানা-দিল্লি সীমান্তবর্তী এলাকায় কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। সেই পিটিশন খারিজ করে দিয়েছে আদালত। প্রধান বিচারপতির ডি এন পাটিলের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছেন যে আদালত কেন্দ্রীয় সরকার নয়। আর যে আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে তা দিল্লির সীমান্তের বাইরে। পিটিশনকারীকে তীব্র ভৎসনা করে আদালত বলে এই পিটিশন জনস্বার্থের জন্য দেওয়া হয়নি। এর উদ্দেশ্য আত্মপ্রচার। এমন ধরনের পিটিশন এলাহাবাদ হাইকোর্ট, পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে দায়ের করা যেতে পারে।

এই মামলা নিয়ে ইতিমধ্যেই সুপ্রিমকোর্ট শুনানি করে চলেছে। কৃষক আন্দোলনের জেরে দিল্লি সীমান্ত বন্ধ হবার কারণে যে দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে তার প্রেক্ষিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্ট ১৬ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে নোটিশ জারি করেছে। এনিয়ে শুনানি সুপ্রিমকোর্টে আজকে হয়েছে। তাতে আদালত জানিয়েছে বোঝা যাচ্ছে কৃষক সংগঠন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে কোন রকমের নির্ণায়ক নিষ্পত্তি হচ্ছে না। পরিস্থিতি সমাধানের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করা হবে। কৃষক সংগঠন এবং সরকার ঠিক করুক যে এই কমিটিতে কারা থাকবে।

অনুপ্রবেশের ছক বানচাল, পঞ্জাব সীমান্তে নিকেশ দু''জন পাক জঙ্গি

আত্তারি (পঞ্জাব), ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশের চেষ্টা ফের ভেস্তে দিল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বৃহস্পতিবার ভোররাতে পঞ্জাবে, ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্ত (আত্তারি সীমান্ত) বরাবর বিএসএফ-এর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু''জন সন্দেহভাজন পাকিস্তানি জঙ্গি। নিহত জঙ্গিদের দেহের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। বিএসএফ জানিয়েছে, একটি একে-৪৭ রাইফেল, ৬১টি গুলি-সহ দু''টি ম্যাগাজিন, একটি ম্যাগনাম রাইফেল, ২৯টি গুলি-সহ একটি ম্যাগাজিন, দু''টি ম্যাগাজিন, দু''টি পিভিসি পাইপ এবং পাকিস্তানি টাকা।

বিএসএফ সূত্রের খবর, ঘন কুয়াশার মধ্যেই বৃহস্পতিবার ভোররাতে আত্তারি সীমান্ত বরাবর সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে। তৎক্ষণাৎ গুলি চালান (ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ আত্তারি ফ্রন্টে সশস্ত্র দুই সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গুলি করা হয়) কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা। পরে আত্তারি সীমান্ত থেকে দু''জন সন্দেহভাজন জঙ্গির দেহ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা হয় আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

নাগাল্যান্ডে যৌথ বাহিনীর জালে চার এনএসসিএন জঙ্গি

কোহিমা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : আসম রাইফেলস এবং নাগাল্যান্ড পুলিশের যৌথ অভিযানে এনএসসিএন খাপলাং গোষ্ঠীর চার জঙ্গি ধরা পড়েছে।

বৃহস্পতিবার পুলিশ জানিয়েছে, স্ব-ঘোষিত জঙ্গি নেতা মেজর চিনোনয়ই কন্যাক, এসএস প্রাইভেট সামলি কন্যাক, এসএস প্রাইভেট ন্যাকপা কন্যাক এবং এসএস প্রাইভেট এনগো কন্যাক-কে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের সাথে চাঁদার রসিদ ও চাঁদার টাকা উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশের দাবি, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে গত সোমবার আসাম রাইফেলস-রএ সাথে যৌথ অভিযানে চার এনএসসিএন (কে) জঙ্গিকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। তাদের সাথে কিছু চাঁদার রসিদ এবং ৫০, ০০০ টাকা নগদ উদ্ধার হয়েছে। তারা বর্তমানে লুংলেং পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

অনুপ্রবেশের ছক বানচাল, পঞ্জাবে ভারত-পাক সীমান্তে নিকেশ দু'জন জঙ্গি

আত্তারি (পঞ্জাব), ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশের চেষ্টা ফের ভেস্তে দিল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বৃহস্পতিবার ভোররাতে পঞ্জাবে, ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্ত (আত্তারি সীমান্ত) বরাবর বিএসএফ-এর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু''জন সন্দেহভাজন জঙ্গি। নিহত জঙ্গিদের দেহের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র।

ছয়ের পাতায়

সংখ্যালঘু ছাত্রীদের বৃত্তি প্রকল্পের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু

করিমগঞ্জ (অসম), ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : পশ্চাদপদ সংখ্যালঘু ছাত্রীদের শিক্ষার প্রসারে রাজ্য সরকার ছাত্রবৃত্তি প্রকল্পের ঘোষণা করেছে। ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছাত্রীরাই এই প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করতে পারবে। তবে সুবিধাভোগীদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে। গত নভেম্বর মাসের ১৮ তারিখ থেকে অনলাইন আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। wwwfmadhyamikfassamfgovfin এবং ttps-ùùdsescholarshipfamtronfin এই দুটি ওয়েবসাইটে গিয়েও ছাত্রীরা সহজে আবেদন করতে পারবে। চলতি মাসের ২৩ তারিখের মধ্যে অনলাইন আবেদন করতে হবে। দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের জন্য ২ হাজার টাকা এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের জন্য ৪ হাজার টাকা করে এককালীন ছাত্রবৃত্তির অর্থ রাশি ধার্য করা হয়েছে। সরকারি, প্রাদেশিকৃত, অপ্রাদেশিকৃত, সরকারি স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এই প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করতে পারবে। আবেদনকারী ছাত্রীদের তাঁদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের লিখিত প্রমানপত্র আবেদন পত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। অনলাইনে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তার ওয়েবসাইটে এই প্রকল্পের সুবিধা লাভের জন্য আবেদন করা যাবে। এই প্রকল্পে আবেদনকারীদের সরকারি অন্য প্রকল্পে আবেদন করতে কোনও বাধ্যবাধকতাও থাকবে না বলে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

তবে আবেদনকারী ছাত্রীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সচল থাকতে হবে। বন্ধ হয়ে পড়া কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ছাত্রবৃত্তির রাশি জমা পড়বে না। এতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ দায়ী থাকবে না বলেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

৫ বেড়ে ওড়িশায় মৃত্যু ১,৮২৫ জনের, মোট করোনা-আক্রান্ত ৩,২৫,১৪৭

ভুবনেশ্বর, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ওড়িশায় আরও কমল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুও আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫১ জন। ফলে ওড়িশায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,২৫,১৪৭। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৮২৫। সুস্থতার সংখ্যাও বাড়ছে ওড়িশায়, ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩,২০,২০৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৩৫৮ জন। বৃহস্পতিবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩৫১ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,২৫, ১৪৭। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,০৬১ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৩,২০,২০৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ১,৮২৫-এ পৌঁছেছে।

চলছে তিওয়া স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন, বেলা আড়াটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে প্রায় ৬৮.০৬ শতাংশ

গুয়াহাটি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে চলছে মধ্য অসমের অন্তর্গত চার জেলার কিছু কিছু অংশকে নিয়ে তিওয়া স্বশাসিত পরিষদের ভোটপর্ব। বেলা আড়াইটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে প্রায় ৬৮.০৬ শতাংশ। নির্ধারিত সময় সকাল ৭.৩০ মিনিট থেকে ভোটদান শুরু হয়েছে, চলবে ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত।

এই তথ্য দিয়ে জেলা নির্বাচন আধিকারিক জানান, সকালের দিকে ভোটের হার খুব কম ছিল। বেলা ১১.৩০ মিনিট পর্যন্ত ভোট পড়েছিল মাত্র ৩৪ শতাংশ ভোট পড়েছিল। কিন্তু বেলা বারোটার পর থেকে ভোটের হার বাড়তে থাকে। ১.৩০ মিনিটে প্রায় ৫৮ শতাংশ ভোট পড়েছিল। এর পর আড়াইটা পর্যন্ত তা বেড়ে হয়েছে ৬৮.০৬ শতাংশ। তিনি জানান, জমাদারি আসনে সর্বাধিক ৬৪ শতাংশ ভোটদানের পাশাপাশি নখোলায় সর্বনিম্ন ৪৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। তবে এই হার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন নির্বাচন আধিকারিক।

উল্লেখ্য, মোট ৩৬টি পরিষদীয় আসন যথাক্রমে মরিগাঁও, নগাঁও, হোজাই এবং কামরূপ (মেট্রো), এই চার জেলার মোট ৪০৪টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিজের নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন ভোটার জনতা। মোট ১২৪ জনের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ৪,৩৩,১৮৩ জন ভোটার। ভোটারদের মধ্যে পুরুষ ২১,৮২৪০ এবং মহিলা ২১,৪৯৪২ জন। তাদের মধ্যে একজন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারও রয়েছেন।

এদিকে মরিগাঁও জেলায় ১৯টি আসনে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১৪ নম্বর গোভায় বিজেপি মনোনীত প্রার্থী মণি পাতর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ায় আজ ১৮টি আসনে ভোটগ্রহণ হচ্ছে।

কৃষক আন্দোলন নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব সুখবীর সিং বাদল

চণ্ডীগড়, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.): শিরোমণি আকালি দলের সভাপতি তথা পঞ্জাবের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুখবীর সিং বাদল জানিয়েছেন, দেশের পেট ভরানো অন্নদাতাদের কথা শোনা হচ্ছে না। বিগত কুড়ি দিন ধরে দিল্লির সীমান্তে অবস্থান-বিক্ষোভ দেখিয়ে চলেছে কৃষকরা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের দাবিগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে না। এর মধ্যে আন্দোলনরত অবস্থায় ৩০ বেশি কৃষক প্রাণ হারিয়েছে।

বৃহস্পতিবার কর্নাল জেলার নিসংগ ব্লকের অন্তর্গত সিংগরায় গুরুদ্বার নানকশরের কিষান বাবা রাম সিংকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে যান সুখবীর সিং বাদল। তার সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরসিমরত কৌর বাদল। দুজনে বাবা রাম সিংহের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ব্যক্ত করেন। নতুন কৃষি আইনের বিরোধিতা করে বুধবার সিংঘু সীমান্তে প্রাণ হারান বাবা রাম সিং। এদিন কার্যত ক্ষোভে ফেটে পড়ে সুখবীর সিং বাদল জানিয়েছেন, গরিবদের ক্ষুধা নিবারণ করা অন্নদাতাদের বিকেন্দ্রীকরণ করা হচ্ছে। জনতার কাছে সরকার হচ্ছে বাবা মায়ের মত। কিন্তু জনগণ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও হেলদোল নেই। বিগত ২০ দিনে ৩০ জনের বেশি কৃষক প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি আইন রদ করছে না।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কেন্দ্রের তরফ থেকে নতুন কৃষি আইন সংশোধনের কথা বলা হলেও অন্যদিকে কৃষকদের তরফ থেকে আইন বাতিলের দাবি করে আসা হচ্ছে। ফলে জটিলতা অব্যাহত।

যোগাসনকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া হিসেবে স্বীকৃতি দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.): গোটা পৃথিবীতে ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যোগাসন। ফুসফুস এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রাচীন ভারতীয় এই শারীরিক কসরতের জুড়ি মেলা ভার। গোটা বিশ্বে প্রতিবছর সাড়ম্বরে পালিত হয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এবার যোগাসনকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ার শিরোপা দিল কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক।

বৃহস্পতিবার এই স্বীকৃতি ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে দেওয়া হয়। ফলে আগামী বছর থেকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া হিসেবে থাকবে যোগাসন। এদিন আয়ুশ এবং ক্রীড়ামন্ত্রকের যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানিয়েছেন, এই দিনটি ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে। যোগাসনকে প্রতিযোগিতামূলক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হল। আগামী বছর বিশ্ব যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করা হবে। এর নির্ধারিত প্রশিক্ষণ এবং ক্রীড়া সূচিও তৈরি করা হবে। এমনকি যোগাসন ফেডারেশনও গড়ে তোলা হবে। ফেডারেশন গড়তে পূর্ণভাবে সহায়তা করবে আয়ুশ মন্ত্রক। দেশের বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এতে যুক্ত করা হবে। গ্রামাঞ্চলে যোগাসনের প্রচার ও প্রসারের জন্য কাজ করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত আয়ুশ মন্ত্রী শ্রীপদ নায়েক জানিয়েছেন, বিগত একশ বছর ধরে যোগাসন ক্রীড়া হিসেবে বিবেচিত হলেও এতদিন পর্যন্ত একে প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। এদিন সেই কাজটা সম্পন্ন হল। প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া হওয়ায় সাধারণ মানুষের যোগাসনের প্রতি ভালোবাসা আরও বাড়বে।

করিমগঞ্জ কটামণি এসবিআই শাখায় গ্রাহক হয়রানি, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সকাশে ছাত্র সংগঠন আমসু

বাজারিছড়া (অসম), ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার কটামণি এসবিআই শাখায় গত কয়েকদিন ধরে বেজায় গ্রাহক হয়রানি হচ্ছে। ব্যাঙ্কের একাংশ কর্মচারী বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতিতে জড়িত হয়ে পড়েছেন, এ সব নিয়ে বারকয়েক ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সাথে স্থানীয় গ্রাহকরা কথা বলেছেন। কিন্তু কোনও ফল হয়নি, হয়রানিও কমেনি। অবশেষে বিষয়গুলো নিয়ে সরব হয়েছে করিমগঞ্জ জেলা মুসলিম ছাত্র সংস্থা আমসু।

জেলা আমসু-র সহ-সভাপতি বদরুল ইসলামের নেতৃত্বে আজ বৃহস্পতিবার কটামণি আঞ্চলিক আমসু-র এক প্রতিনিধি দল কটামণি স্টেট ব্যাংকের ম্যানেজার এস দাসের সঙ্গে দেখা করে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা ম্যানেজারকে বলেছেন, গত প্রায় তিন মাস ধরে কটামণি এসবিআই শাখার এটিএমটি বিকল হয়ে পড়ে আছে। তা মেরামত করা হচ্ছে না কেন, জানতে চাইলে ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা নাকি জানান, স্থানীয় মেকানিকদের সাহায্যে এটাকে সারাই করা সম্ভব হয়নি। আমেরিকা থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এনে এটিএমটি সারাই করার চেষ্টা চলছে। আশা করা হচ্ছে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এটিএমটি ঠিক হয়ে যাবে। তাঁরা ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করেন, এই ব্যাঙ্কটি সপ্তাহে প্রায় তিন চার দিন বন্ধ থাকে এবং কর্মচারীরাও নির্দিষ্ট সময়ের অনেক দেরিতে ব্যাঙ্কে আসেন। এর উত্তরে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার এস দাস জানান, কর্মী স্বল্পতার কারণে তাঁর শাখায় নিয়মিত পরিষেবা প্রদানে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। ব্যাঙ্কের একাংশ কর্মী নানা দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ সম্পর্কে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার কিছুই জানেন না বলেও নাকি জানান। এ ধরনের অভিযোগ সম্পর্কে প্রমাণ দিলে ব্যবস্থা নেবেন বলে আমসু প্রতিনিধিদের আশ্বাস দেন। প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন করিমগঞ্জ জেলা আমসু-র সহ-সভাপতি বদরুল ইসলাম, কটামণি আঞ্চলিক আমসু-র সভাপতি রুহুল আমিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক ফয়েজ আহমদ, আজমল হোসেন, সলমান আহমদ, জয়রুল ইসলাম, নাসু আহমদ, হুসেইন আহমদ প্রমুখ।

করিমগঞ্জের কটামণি এসবিআই শাখায় গ্রাহক হয়রানি, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সকাশে আমসু

বাজারিছড়া (অসম), ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার কটামণি এসবিআই শাখায় গত কয়েকদিন ধরে বেজায় গ্রাহক হয়রানি হচ্ছে। ব্যাঙ্কের একাংশ কর্মচারী বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতিতে জড়িত হয়ে পড়েছেন, এ সব নিয়ে বারকয়েক ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সাথে স্থানীয় গ্রাহকরা কথা বলেছেন। কিন্তু কোনও ফল হয়নি, হয়রানিও কমেনি। অবশেষে বিষয়গুলো নিয়ে সরব হয়েছে করিমগঞ্জ জেলা মুসলিম ছাত্র সংস্থা আমসু।

জেলা আমসু-র সহ-সভাপতি বদরুল ইসলামের নেতৃত্বে আজ বৃহস্পতিবার কটামণি আঞ্চলিক আমসু-র এক প্রতিনিধি দল কটামণি স্টেট ব্যাংকের ম্যানেজার এস দাসের সঙ্গে দেখা করে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা ম্যানেজারকে বলেছেন, গত প্রায় তিন মাস ধরে কটামণি এসবিআই শাখার এটিএমটি বিকল হয়ে পড়ে আছে। তা মেরামত করা হচ্ছে না কেন, জানতে চাইলে ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা নাকি জানান, স্থানীয় মেকানিকদের সাহায্যে এটাকে সারাই করা সম্ভব হয়নি। আমেরিকা থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এনে এটিএমটি সারাই করার চেষ্টা চলছে। আশা করা হচ্ছে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এটিএমটি ঠিক হয়ে যাবে। তাঁরা ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করেন, এই ব্যাঙ্কটি সপ্তাহে প্রায় তিন চার দিন বন্ধ থাকে এবং কর্মচারীরাও নির্দিষ্ট সময়ের অনেক দেরিতে ব্যাঙ্কে আসেন। এর উত্তরে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার এস দাস জানান, কর্মী স্বল্পতার কারণে তাঁর শাখায় নিয়মিত পরিষেবা প্রদানে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। ব্যাঙ্কের একাংশ কর্মী নানা দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ সম্পর্কে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার কিছুই জানেন না বলেও নাকি জানান। এ ধরনের অভিযোগ সম্পর্কে প্রমাণ দিলে ব্যবস্থা নেবেন বলে আমসু প্রতিনিধিদের আশ্বাস দেন। প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন করিমগঞ্জ জেলা আমসু-র সহ-সভাপতি বদরুল ইসলাম, কটামণি আঞ্চলিক আমসু-র সভাপতি রুহুল আমিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক ফয়েজ আহমদ, আজমল হোসেন, সলমান আহমদ, জয়রুল ইসলাম, নাসু আহমদ, হুসেইন আহমদ প্রমুখ।

সংসদের অধিবেশন বন্ধ নিয়ে নিন্দায় সরব প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.): সংসদের শীতকালীন অধিবেশন বাতিল হওয়া নিয়ে অসন্তোষ ক্রমাগত প্রকাশ করে চলেছে কংগ্রেস। এ নিয়ে বুধবারের পরে বৃহস্পতিবারও বিবৃতি দিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। দলের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগে জানিয়েছেন, এই সরকার শুধুমাত্র পুঁজিপতি বন্ধুদের ফায়দার জন্য কাজ করে থাকে।

ছয়ের পাতায়

দুর্গাপুরের দাদার অনুগামী চন্দ্রশেখর ব্যানার্জী পদ ও দল দুটোই ছাড়লেন

দুর্গাপুর, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : এযেন তাসের ঘর। একে একে পদ ছাড়ার হিড়িক। শুভেন্দুর পথে হেঁটে এবার সমস্তরকম পদ ছাড়লেন দুর্গাপুরে বরো চেয়ারম্যান তথা দাদার অনুগামী বলেই পরিচিত চন্দ্রশেখর ব্যানার্জী। পদ ছাড়ার আগে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বঞ্চনার বিস্ফোরক অভিযোগে সরব হলেন তিনি। আর তার ওই অভিযোগে রীতিমতো শোরগোল পড়ছে শিল্পশহরের রাজনৈতিক মহলে। গত কয়েক মাস ধরেই শিল্পশহরের অলি গলিতে দাদার অনুগামীর পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়। শহরে তার সঙ্গে একই ফ্রেমে যার ছবি, তিনি একমাত্র চন্দ্রশেখর ব্যানার্জী। দুর্গাপুর পুরসভার ৪৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ও ৪ বরো চেয়ারম্যান ছিলেন। তখন থেকেই গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। তার ওপর গত মাসের গোড়াতে বিজেপি সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়ার বক্তব্যে কার্যত আরও জল্পনা ছড়িয়ে পড়ে। আলুওয়ালিয়া নাম না করেই বলেছিলেন, শুভেন্দু বিজেপিতে যোগ দিলে, প্রেসমিটে আমার পাশে সে বসে থাকবে।' তারপর থেকে দামেদর দিয়ে নানা বিতর্কের জল বয়তে শুরু করে। এমনকি বুধবার কাঁকসায় তৃণমূল সাংসদ সুনীল মন্ডলের বাড়ীতে শুভেন্দুর ঘরোয়া বৈঠকে হাজির ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের এক অতিথীশালায় সাংবাদিক সম্মেলন করেন চন্দ্রশেখরবাবু। সেখানেই তিনি তার দলের সমস্ত রকম পদ থেকে ইস্তফা ও বরো চেয়ারম্যান থেকে ইস্থফার বিষয়টি জানিয়ে দেন। একই সঙ্গে শহরে বঞ্চনার অভিযোগ নিয়েও সরব হন।

এদিন তিনি বলেন,' দলের প্রাথমিক সদস্য পদ, জেলার সাধারন সম্পাদক পদ ও বরো চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করলাম। তার চিটি সংশ্লিষ্ট জায়গায় পাঠানো হচ্ছে।' তার পদত্যাগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' জন্মলগ্ন থেকে দলটা করছি। সিপিএম ও তৃণমূলের আমলেও বহু মামলা খেয়েছি। বর্তমানে দলে গরু, কয়লা, বালি মাফিয়াদের সিন্ডিকেটকারীর পদে। তারা দল চালাচ্ছেন। আমি একজন জাতিয়তাবাদী ঘরানার ছেলে। তাই সেখানে থাকতে বিবেকের দংশন হচ্ছে। তাই পদত্যাগ।' তিনি বলেন,' দুর্গাপুরের উন্নয়নের জন্য ১০০ কোটি টাকার ডিপিআর ফিরহাদ হাকিমের টেবিলে পড়ে আছে। বহুবার আবেদন করা হয়েছে। পাশ করেন নি। যিনি সবাইকে তাড়াবেন বলছেন, তিনি আগে দুর্গাপুরের উন্নয়নের ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করুক। 'ফিরহাদ হাকিম কে আক্রমন করে তিনি আরও বলেন,' তার কাছ থেকে শিক্ষা নেব না। যিনি কাউন্সিলার টিকিট পাননি বলে দিদির বাড়িতে ঢিল ছুঁড়তে গিয়ে ছিলেন।' বিজেপিতে যোগদানের প্রশ্নে তিনি বলেন,' আমি দাদার অনুগামী দাদার মতই, মত। দাদার পথই পথ। তবে দেখা হবে ১৯ ডিসেম্বর। অনুগামীদের সঙ্গে মিষ্টিমুখ করে আনন্দে দল ছাড়লাম।' এদিন দুর্গাপুর পুরসভায় গিয়ে মহানাগরিক দীলিপ আগস্তীর হাতে তার বরো চেয়ারম্যানের ইস্থফা পত্র ধরে দেন। একই সঙ্গে দল ছাড়ার চিঠিও জেলা সভাপতির কাছে পাঠিয়ে দেন তিনি।

ক্ষমতার অপব্যহার করছে কেন্দ্র" আইপিএস প্রসঙ্গে মন্তব্য সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর(হি স): একুশের নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। এরই মাঝে আইপিএস-দের ডেপুটেশন ইস্যুতে সংঘাত চরমে। আইপিএস ইস্যুতে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে "ক্ষমতার অপব্যহার করছে কেন্দ্র" তোপ রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের।

রাজ্যের যে ৩ আইপিএস-কে নয়া পোস্টিং দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সে প্রসঙ্গ তুলে সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, "ভোটের মুখে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে ফেলতে চাইছে কেন্দ্র। সংবিধানকে কলুষিত করা হচ্ছে। এতে পুলিশের মনোবল ভেঙে যাবে। রাজ্যের ব্যাপারে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া হবে না। কী আর করবে ! রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে চাইছে! আমরা স্বাগত জানাচ্ছি"।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

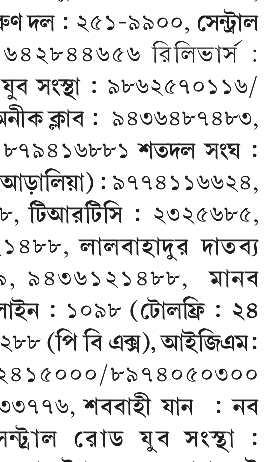

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শেক তকবির আলি খুনের ঘটনায় ব্যবহার করা অস্ত্র উদ্ধার

ঝাড়গ্রাম, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : শেক তকবির আলি খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সহ দুই জনকে গ্রেফতার করেছে আগেই। এবার খুনের ঘটনায় ব্যবহার করা অস্ত্রটি উদ্ধার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম পুলিশ ঝাড়গ্রাম শহরের অদূরে রাধানগর অঞ্চলের অর্জুনডহর এলাকার কাছে একটি জঙ্গলে একটি পরিতক্ত্য কুঁয়ো থেকে বন্দুকটি উদ্ধার করে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য গত সপ্তাহে শেক তকবির আলি খুনের ঘটনায় মুল অভিযুক্তকে সহ দুজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।গত সপ্তাহে বুধবার রাতে গোপীবল্লভপুর থনার হাতিবাড়ি থেকে মূল অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ প্রধান এবং ঝাড়গ্রাম থানার মানিকপাড়া থেকে অপর অভিযুক্ত শুভঙ্কর সাউকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। পর দিন ধৃত দুই জনকে ঝাড়গ্রামে আদালতে তোলা হলে বিচারক আট দিন পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্যে গত সপ্তাহে মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম শহরের বাছুরডোবা এলাকায় একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চালা কালিন ঝাড়গ্রাম ব্লকের রাধানগর এলাকার বাসিন্দা শেক তকবির আলি নামে এক যুবককে তাড়া করে গুলি চালিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে বাছুরডোবা এলাকার গাইঘাটার বাসিন্দা এনভিএফ কর্মী বিশ্বজিৎ প্রধানের বিরুদ্ধে।ওই দিন নিহত ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে খেলা দেখতে এসেছিলেন।স্থানীয় বাসিন্দা এবং নিহত ব্যক্তির ভাইয়ের অভিযোগ ছিল বিশ্বজিৎ প্রধান একটি চারচাকা গাড়ি করে এসেছিল।তারা এসে শেক তকবিরকে দেখে গালিগালাচ করছিল এবং নানা রকম প্ররোচনা দিচ্ছিল।আর তার মধ্যেই বিশ্বজিৎ প্রধান বন্দুক বার করে শেক তকবিরকে তাড়া করে নিয়ে যায় এবং মাথায় গুলি করে বলে অভিযোগ। খেলা দেখতে আসা উপস্থিত বাসিন্দারা গুরুতর আহত শেক তকবিরকে প্রথমে ঝাড়গ্রাম সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়।সেখান থেকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় রেফার করা হলে যাওয়ার পথে মৃত্যু হল শেক তকবিরের।

এদিকে এই ঘটনায় উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তর বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলএবং অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে পথঅবরোধ করেছিলেন।পর দিন বুধবারও অভিযুক্তরা গ্রেফতার না হওয়ায় রাধানগরের বাসিন্দারা রাধানগর মোড় সকাল থেকে প্রায় সাত ঘন্টা অবরোধ করে রেখেছিল।পরে পুলিশের পক্ষ থেকে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয় বাসিন্দারা।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বুধবার রাতেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ মূল অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ প্রধান এবং তারা গাড়ির চালক শুভঙ্কর সাউকে গোপীবল্লভপুরের হাতিবাড়ি এবং ঝাড়গ্রাম থানার মানিকপাড়া থেকে গ্রেফতার করেছিল।এবার এদিন বৃহস্পতিবার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জঙ্গলের ভিতর একটি পরিতক্ত্য কুঁয়ো থেকে অস্ত্রটি উদ্ধার করল।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২২৪৫জন

কলকাতা, ১৭ডিসেম্বর (হি. স.) : গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২২৪৫জন । একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ২৭৪৭জন। তবে সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৪.৫৬শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৪জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৮.০৬শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৯হাজার ৫৯৭জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫লাখ ৩০হাজার ৫৪৬জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৫লাখ ১হাজার ৬২৪জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৯২৩৫জনের। এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫২৫জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ৬৪৫জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। বর্তমানে এখন করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪৬৫৮জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৫০৫জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৬৩৪জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪২হাজার ৪৭৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৬৫লাখ ৮১হাজার ৪৬৫টি। এখন রাজ্যে ৯৭টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

পানাগড়ে দাদার অনুগামীর ফ্লেক্স ছেঁড়ার অভিযোগ

দুর্গাপুর, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : দল ছাড়তেই তপ্ত রাজনীতি। শুভেন্দু অধিকারীর অমুগামীদের ফ্লেক্স ছেঁড়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাপা উত্তেজনা ছড়াল কাঁকসায়। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসা এলাকায়।

প্রসঙ্গত, বুধবার কাঁকসায় শুভেন্দু অধিকারী আসার আগে দাদার অনুগামীদের ফ্লেক্স টাঙায় অনুগামীরা। বৃহস্পতিবার সকালে কাঁকসার হাটতলা ও সাংসদ সুনীল মন্ডলের বাড়ীর সামনে বেশ কিছু ফ্লেক্স ছেঁড়া নজরে পড়ে। খবর চাউর হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে দাদার অনুগামীরা। তৃণমূল থেকে সদ্য ইস্তফা দেওয়া চন্দ্রশেখর ব্যানার্জী বলেন,' দুস্কৃতীরা করেছে। যারা ছিঁড়েছে, আগামীদিনে তারাই দাদার পোস্টার টাঙাবে। যারা তাদের প্রলোভন দিয়ে অপকর্ম করিয়েছে, তাদের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানাই। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছি।'

ভিড়ের চাপ সামলাতে খুলে যাচ্ছে চাঁদনী সহ চারটি মেট্রো স্টেশনে আরও প্রস্থান গেট

কলকাতা, ১৭ডিসেম্বর (হি. স.): মেট্রোয় ভিড়ের চাপ সামাল দিতে এবার চাঁদনী, সেন্ট্রাল, যতীন দাস পার্ক এবং মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশনে অতিরিক্ত প্রস্থানের গেট খুলে দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

মেট্রো চালু হতেই সংক্রমণ এড়াতে একটি করে প্রবেশ ও প্রস্থানের গেট চালু রেখেছিল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। নিউ নরমালে স্বাভাবিক হতে যাত্রী সংখ্যা বাড়ছে মেট্রোয়। সেই কারণে এবার ভিড় সামাল দিতে চাঁদনী, সেন্ট্রাল, যতীন দাস পার্ক এবং মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশনে অতিরিক্ত প্রস্থানের গেট খুলে দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

মেট্রো তরফে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, উপরে উল্লিখিত স্টেশনগুলোতে অতিরিক্ত একটি করে গেট প্রস্থানের জন্য খুলে দেওয়া হবে। আগামীকাল শুক্রবার থেকেই এ ব্যবস্থা চালু হবে।

সরব প্রিয়াঙ্কা

পাচের পাতার পর

গরিব কৃষক এবং শ্রমিকদের নিয়ে কথা বলার সময়টুকু এদের নেই। কৃষকদের সমস্যা দূর করতে চায় না সরকার। সেই জন্যই বাহানা তৈরি করে সংসদের অধিবেশন এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিন নিজের টুইট বার্তায় প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, করোনা কালের মধ্যে কোটিপতি বন্ধুদের ফায়দা করিয়ে দিতে সংসদ খোলা রেখে কৃষি আইন পাশ করে দেয় বিজেপি সরকার। কিন্তু ১১ কৃষকের জীবনহানি এবং বাবা রাম সিংয়ের আত্মহত্যার পরেও কৃষি বিল নিয়ে চর্চার জন্য সংসদ খোলা হল না। অহংকার ও অসংবেদনশীল মনের প্রতীক এটি। পুঁজিপতিদের ফায়দা নেই দেখে সংসদ বন্ধ করে দেওয়া হল। কৃষকদের সমস্যা দূর করার কোন ইচ্ছা নেই সরকারের।

উল্লেখ করা যেতে পারে বুধবার কংগ্রেসের তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয় যে সংসদ বন্ধ করে রাখার অর্থ গণতন্ত্রকে হত্যা করার সমান।

শোকের ছায়া রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : কর্তব্যরত অবস্থায় এসএসবি জওয়ানের মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের বোগ্রাম এলাকায়।মৃত জওয়ানের নাম কনক সিনহা(৪৭)।বাড়ি রায়গঞ্জের বোগ্রাম এলাকায়।রায়গঞ্জ খরমুজাঘাট শ্মশানে গান স্যালুটের মাধ্যমে তাকে শেষ বিদায় জানায় এসএসবি বাহিনী। বৃহস্পতিবার সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল তাঁর।

চারদিনের

● **প্রথম পাতার পর**

রেজিস্ট্রার তথা ব্যক্তিগত সচিব রাকেশ কুমার। ইতিমধ্যে তাঁর সফরকে ঘিরে তিনটি রাজ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে।

প্রতারক

● **প্রথম পাতার পর**

এসব প্রতারকদের সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

রাজ্যেও

● **প্রথম পাতার পর**

ওইদিনই এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্তের সুস্থতার হার বাড়ছে। তেমনি আক্রান্তের সংখ্যা এবং মৃতের হার ক্রমশ কমছে। তবে, করোনা নির্মূল হয়ে গেছে এ-কথা বলার কোনও সুযোগ নেই। তাই, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুনরায় এ-বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে।

বাংলাদেশ

● **প্রথম পাতার পর**

সফরে যাচ্ছেন মোদী। এ প্রসঙ্গে মোদী বলেন, 'আগামী বছর বাংলাদেশ সফরে বঙ্গবুন্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পাওয়া আমার জন্য সম্মানজনক।'

মোদীর সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "বাংলাদেশ ও ভারতের অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরতা আমরা আনন্দের সঙ্গে স্বীকৃতি দিই। আমি বিশ্বাস করি, উভয় দেশ বিদ্যমান সহযোগিতামূলক ঐকমত্যের সুযোগ নিয়ে আমাদের অর্থনীতিকে আরও সংহত করে বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক ভ্যালু-চেইন আরও সমৃদ্ধ করতে পারে।" শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের সম্পর্ক একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত অতিক্রম করছে। একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এবং ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠারও ৫০তম বছরে পা রেখেছে। এছাড়া, আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছি।

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমানে বিশ্ব এক মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন এবং মানবজাতি কীভাবে এ অজানা শত্রুর মোকাবিলা করে, সে পরীক্ষার মুখোমুখি। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছেন, জীবন-জীবিকা বাধাগ্রস্ত হয়েছে, অর্থনীতি হয়েছে শ্লথ, বিঘ্নিত হয়েছে সমাজ ব্যবস্থা। সম্ভবত কোভিড-১৯ মহামারীর সবচেয়ে বড় বহিঃপ্রকাশ হল মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা। এ বছরের গোড়ার দিকে ঢাকায় আপনাকে স্বাগত জানানোর ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গিয়েছে।

বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনীর উদ্বোধন- এদিন ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত যৌথভাবে বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মোদী এদিন বলেন, মহাত্মা গান্ধী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর একটি ডিজিটাল প্রদর্শনী প্রকাশ করতে যাচ্ছি, এটা আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের। ভবিষ্যত প্রজন্মকে তাঁরা অনুপ্রাণিত করবেন। এছাড়াও দীর্ঘ ৫৫ বছর পর আবারও চালু হল নীলফামারীর চিলাহাটির সঙ্গে ভারতের হলদিবাড়ীর রেল রুট। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় বন্ধ হয় এই রেল যোগাযোগ। যৌথভাবে চিলাহাটি-হলদিবাড়ী রেল রুটের শুভ উদ্বোধন করেছেন মোদী ও হাসিনা।

৫৫ বছর পর চালু চিলাহাটি-হলদিবাড়ী রেলপথ- দীর্ঘ ৫৫ বছর পর আবারও চালু হল নীলফামারীর চিলাহাটির সঙ্গে ভারতের হলদিবাড়ীর রেল রুট। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় বন্ধ হয় এই রেল যোগাযোগ। যৌথভাবে চিলাহাটি-হলদিবাড়ী রেল রুটের শুভ উদ্বোধন করেছেন মোদী ও হাসিনা। ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত ভারতে এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম ছিল চিলাহাটি-হলদিবাড়ী রুট। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে এই রেল রুটটি বন্ধ হওয়ার আগে এ পথে দার্জিলিং থেকে খুলনা হয়ে কলকাতা পর্যন্ত নিয়মিত যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল করতো।

চিলাহাটি-হলদিবাড়ীর রেল রুট চালুর ফলে আবারও এই পথে বাংলাদেশ থেকে নেপাল, ভুটান ও ভারতের সেভেন সিস্টারখ্যাত (অরুণাচল, অসম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরা) রাজ্যগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে। এটি ঢাকা থেকে দার্জিলিং যাওয়ার অন্যতম প্রধান রুটে পরিণত হবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

ব্যয় হবে ৫.৭৯ কোটি টাকা। আভাংছড়া ইকো পার্কের জন্য ব্যয় হবে ৭ কোটি টাকা। রেগার মাধ্যমে ইঁট সলিং রাস্তা, কালভার্ট নির্মাণের জন্য জেলায় ১৯ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার কাজ চলছে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৩,৯৬১টির মধ্যে ২,৮৯৭টি ঘরের কাজ শেষ হয়েছে। সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে চলতি অর্থবর্ষে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এতে ৭৯৪ জন উপক'ত হয়েছেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনকে এক ছাদের তলায় আনার কাজ চলছে। তার জন্য ৩০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। ঋষ্যমুখ ব্লকে রুরবান প্রকল্পে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছে। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন প্রকল্পে ৩,৫৫৪টি স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। ১,৯০২টি দলকে আর্থিকভাবে সাহায্য করা হয়েছে ৩১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। ৩,৩০৭টি দলকে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ৪৯ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ১১টি প্রাকপ্রাথমিক ইংরেজি মাধ্যম স্কুল শুরু হয়েছে। ২৫ একর জায়গায় স্থায়ীভাবে গড়ে উঠছে নবোদয় বিদ্যালয়। ব্যয় হবে ৪১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। সাবম মহকুমার রূপাইছড়ি ব্লকের একলব্য আবাসিক বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। তাতে ব্যয় হবে ৬৪ কোটি টাকা। সামাজিক ভাতা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভাতা প্রাপক তালিকায় অনেক মৃত ব্যক্তির নাম ছিলো। এগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। এপিএল ভুক্ত পরিবারের সামাজিক ভাতা প্রাপ্ত যাদের বাদ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে পুনরায় টিনি করা হবে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে ২ লক্ষ ২২ হাজার কৃষক উপকৃত হয়েছেন। ত্রিপুরায় বাঁশ কুরুলের তৈরি বিস্কুট, আনারস এবং এলাচি লেবু দেশ বিদেশে সমাদৃত হচ্ছে। তাতে ত্রিপুরায় আর্থিক বুনিয়াদ সমৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অর্গানিক চাষের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৬ হাজার হেক্টর জমিকে এর আওতায় আনা হয়েছে। ক'ষকদের কল্যাণের জন্য প্রথমবার সহায়ক মূল্যে ৪৭ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়েছে। রাজ্যের পর্যটনের বিকাশে একটি পাঁচ তারা হোটেল নির্মাণ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দক্ষিণ ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা আগামী দুই তিন বছরের মধ্যেই সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের সুবিধা পেতে শুরু করবে। সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতকে দিশা দেখাবে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা। অনুষ্ঠানের শুরুতে রাজনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মী মানিক লাল দাসের প্রয়াণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলী দাস দত্ত।

দু'জন জঙ্গি

পাচের পাতার পর

বিএসএফ সূত্রের খবর, ঘন কুয়াশার মধ্যেই বৃহস্পতিবার ভোররাতে আত্তারি সীমান্ত বরাবর সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে। তৎক্ষণাৎ গুলি চালান (ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ আত্তারি ফ্রন্টে সশস্ত্র দুই সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গুলি করা হয়) কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা। পরে আত্তারি সীমান্ত থেকে দু"জন সন্দেহভাজন জঙ্গির দেহ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা হয় আগ্নেয়াস্ত্র।

এম আই ডি এইচ স্কিমে পশ্চিম জেলায় ফুল চাষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। পশ্চিম জেলা উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ কার্যালয়ের উদ্যোগে চলতি অর্থবর্ষে এম আই ডি এইচ স্কিমে জেলার ২৫ হেক্টর জমিতে গ্লেডিউলাস ও ৩ হেক্টর জমিতে গোলাপ ফুল চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বামুটিয়া ব্লকে ৪ হেক্টর, মোহনপুর ব্লকে ৩ হেক্টর, জিরানীয়া ব্লকে ৩ হেক্টর, পুরাতন আগরতলা ব্লকে ৪ হেক্টর, ডুকলি ব্লকে ৭ হেক্টর, মান্দাই ব্লকে ২ হেক্টর এবং আগরতলা পুরনিগম এলাকায় ২ হেক্টর জমিতে গ্লেডিউলাস ফুল চাষের কাজ চলছে। এই ফুলচাষে হেক্টর প্রতি ৭৫ হাজার টাকা করে ব্যয় হবে। তাছাড়া, বামুটিয়া ব্লকের ১ হেক্টর এবং ডুকলি ব্লকে ২ হেক্টর জমিতে গোলাপ ফুল চাষে সহায়তা দেওয়া হবে। এই কাজে হেক্টর প্রতি ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হবে। তাছাড়া এই প্রকল্পে জেলার বিভিন্ন ব্লকের ১৫ হেক্টর জমিতে গোলমরিচ চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। কর্মসূচি অনুযায়ী মোহনপুর ব্লকে ২ হেক্টর, বামুটিয়া ব্লকে ৩ হেক্টর, জিরানীয়া ব্লকে ৩ হেক্টর, পুরাতন আগরতলা ব্লকে ২ হেক্টর, ডুকলি ব্লকে ২ হেক্টর, মান্দাই ব্লকের ২ হেক্টর এবং হেজামারা ব্লকের ১ হেক্টর জমিতে গোলমরিচ চাষের কাজ চলছে। গোলমরিচ চাষের জন্য হেক্টর প্রতি ২৫ হাজার টাকা করে ব্যয় হবে। পশ্চিম জেলা উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ কার্যালয় থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

প্রশ্নপত্র

● **প্রথম পাতার পর**

কঠিন হবে। ওই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করার পর ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা থাকছে না। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় শিক্ষা দফতরে সম্প্রতি একাধিক সংস্কার আনা হয়েছে। শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষেই ওই সমস্ত সংস্কার আনা হয়েছে বলে দাবি করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনজন

● **প্রথম পাতার পর**

পড়েন। ঘটনাটি ঘটেছে আগরতলা জাতীয় সড়কের বাগমা এলাকায়। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা এগিয়ে যান। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে।দমকল বাহিনীর জওয়ানরা আহত শিক্ষককে উদ্ধার করে প্রথমে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় গোমতী জেলা হাসপাতাল থেকে তাকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরপর পথ দুর্ঘটনা ঘটতে থাকায় পথচারী সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে চলাচল নিয়ে আতঙ্ক ক্রমশ বেড়েই চলেছে। দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশ এবং ট্রাফিক দপ্তরের প্রয়াস অব্যাহত থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠেছে। চালকদের দ্রুতগামী তা এসব দুর্ঘটনা বৃদ্ধির জন্য অন্যতম কারণ বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

রাজ্যে

● **প্রথম পাতার পর**

রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

এদিকে গতকাল বুধবার রাতে বিশালগড়ের চড়িলাম বাজার সংলগ্ন একটি দোকানে হানা দিয়ে পুলিশ প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে। জানা গেছে, জনৈক প্রাণকৃষ্ণ সাহার দোকান এবং বাড়ি থেকে ব্রাউন সুগার ৫০ গ্রাম, ইয়াবা ট্যাবলেট ৪০০ গ্রাম, এসপি ট্যাবলেট ১০, ৮০০টি, এসকফ সিরাপ ৪০০ শিশি সহ ১৪টি মোবাইল হ্যান্ডসেট উদ্ধার করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। ওসি দেবাশিস সাহা জানান, ওই সব নেশা সামগ্রীর বাজার মূল্য আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকা হবে। নেশা সামগ্রী সহ দোকান মালিক প্রাণকৃষ্ণ সাহাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আগেও একটি এনডিপিএস মামলা হয়েছিল। এখনও ওই মামলা চলছে। বুধবার ফের এনডিপিএস-এ আর একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ তাকে আদালতে পেশ করা হয়েছে বলে জানান ওসি দেবাশিস সাহা।

গণঅবস্থান

● **প্রথম পাতার পর**

বিদ্যুৎ অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার কম হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে অধিক মূল্যে সৌর বিদ্যুৎ ক্রয় করতে বাধ্য করছে। এতে বিদ্যুৎ বিলের বোঝা নেমে আসছে সাধারণ গ্রাহকদের উপর। মানুষকে টুপি পরাচ্ছে এই বিজেপি সরকার বলে জানান তিনি। কিন্তু পূর্বে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল।

বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠা হয়ে আড়াই বছরের মধ্যে ৫ টি মহাকুমা বেসরকারিকরণের হাতে তুলে দিয়েছে। এতে কেজুয়েল কর্মীদের কাজ হারানোর সম্ভাবনা প্রবল। এমনকি আগরতলা সহ তিনটি ডিভিশনের বিদ্যুৎ মেরামতের দায়িত্ব বেসরকারিকরণের হাতে তুলে দিয়েছে সরকার। এভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক সিদ্ধান্ত রাজ্যগুলির ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। যা একপ্রকার রাজ্য গুলির উপর হস্তক্ষেপ বলা যায় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব, পবিত্র কর সহ অন্যান্যরা। এদিন দীর্ঘ দুঘন্টা চলে গনঅবস্থান।

এদিকে, বিদ্যুৎ বিল ২০২০ অবিলম্বে বাতিল করা, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে বেসরকারিকরণ না করা, ত্রিপুরার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের বোঝা প্রত্যাহার করা সহ ৪ দফা দাবির ভিত্তিতে ৬ টি বামপন্থী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে আমবাসা বিদ্যুৎ দপ্তরের ডি. জি. এম.-র নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টা নাগাদ সি পি আই (এম) ধলাই জেলা কার্যালয় থেকে ৬ টি বামপন্থী সংগঠনের কর্মী সমর্থকদের এক সারা জাগানো মিছিল জেলাসদর আমবাসার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আমবাসা বিদ্যুৎ দপ্তরের কার্যালয়ের সামনে যায়। সেখান থেকে ৬ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল বিদ্যুৎ দপ্তরের ডি.জি.এম.-র সাথে ডেপুটেশনে মিলিত হয় এবং দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন।পরবর্তী সময়ে এক সাক্ষাৎকারে এই ডেপুটেশন সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন সি আই টি ইউ-র আমবাসা মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিধু ভূষণ দেব।

শিবির অনুষ্ঠিত

আটের পাতার পর

ও সালেমা শাখার ম্যানেজার। উদ্বোধকের ভাষণে চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা বলেন, সরকার ঋণ প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে আর্থিকভাবে স্ব-নির্ভর হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। ঋণের অর্থ সঠিক সময়ে ব্যাঙ্কে ফেরত দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। এদিনের শিবিরে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের এবং বিভিন্ন মহিলা স্ব-সহায়ক দলের প্রতিনিধিদের ঋণ দানের অনুমোদনপত্র দেওয়া হয়।

সচেতনতামূলক কর্মসূচি

আটের পাতার পর

বিষয়ক সহকারি অধিকর্তা সৌরভ সরকার। অনুষ্ঠানে রেড রিবন ক্লাবের ছাত্রছাত্রীদের ইউনিট এবং বীরবিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের এন এস এস ইউনিটের ছাত্রছাত্রীরা লেইক চৌমুহনী বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগপ্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

নিয়ে কর্মশালা

আটের পাতার পর

সি এইচ ও-দের নিয়ে আয়োজিত এই কর্মশালা সম্পন্ন হলে তাঁদের নির্ধারিত সাব সেন্টারে পোস্টিং দেওয়া হবে। যেখানে মা ও শিশুকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি হৃদরোগ, আধুনিক যোগাভ্যাসের পরিষেবাও দেওয়া হবে।মূলত স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণগত মান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এখানে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে যে সকল কর্মসূচীগুলো রয়েছে সেই সম্পর্কে সিএইচওদের সম্যক ধারণা দিয়েছেন মিশনের বিভিন্ন প্রোগ্রাম অফিসারেরা। আগামী ২২ ডিসেম্বর সমাপ্ত হবে এই কর্মশালাটি। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জসওয়াল এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

মাঠে ফিরছে লিভারপুলের স্বপ্ন যাত্রা

গত মার্চে, অ্যাস্টন ভিলাকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়া ম্যাচের পর কেটে গেছে ঠিক ১০০ দিন। অনাকাঙ্ক্ষিত দীর্ঘ বিরতিতে অনিশ্চয়তার নানা বাঁক পেরিয়ে আবার মাঠে ফিরতে যাচ্ছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। চিরচেনা পরিবেশে নয় ঠিকই, তবে বিশ্বজুড়ে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য প্রতিযোগিতাটির ফেরাটাই অনেক কিছু।লিগ ফেরানোর জন্য সম্ভবত সবচেয়ে উন্মুখ ছিল লিভারপুল। সব ঠিকঠাক এগোলে মার্চেই হয়তো তিন দশকের অপেক্ষার শেষ হতো দলটির, ঘরে তুলতো লিগ শিরোপা। করোনাভাইরাসের প্রার্দুভাবে থমকে যায় সবকিছু। স্বপ্ন ছোঁয়ার খুব কাছে দাঁড়িয়ে ভেস্তে যেতে বসে তাদের এতো দিনের সব চেষ্টা। তীরে এসে তরী ডোবার মতো অবস্থা। অবশেষে আরাধ্য সে স্বপ্ন সত্যি করার সুযোগ পাচ্ছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। মাত্র দুটি ম্যাচ জিতলেই প্রথমবারের মতো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের মুকুট পরবে তারা।এক যুগ পর প্রিমিয়ার লিগে ফিরে তাক লাগিয়ে দিয়েছে শেফিল্ড ইউনাইটেড। শীর্ষ চারে থেকে লিগ শেষ করার সম্ভাবনা জাগিয়েছে দলটি। অবনমনের শঙ্কায় থাকা অ্যাস্টন ভিলার মাঠে তাদের ম্যাচ দিয়েই ফিরতে যাচ্ছে ইংলিশ ফুটবলের শীর্ষ প্রতিযোগিতাটি। বুধবার ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায়। দুই ঘণ্টা ১৫ মিনিট পর দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ম্যানচেস্টার সিটি ও ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় জায়গা পাওয়ার লড়াইয়ে থাকা আর্সেনাল।এই ম্যাচের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকবে লিভারপুল। লিগ স্থগিত হওয়ার আগে টানা তিন ম্যাচে জেতা আর্সেনাল জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারলে লিভারপুল শিরোপা জেতার কাজটা সারতে পারে ফেরার ম্যাচেই। আগামী রোববার এভারটনের মাঠে খেলবে দলটি। ২৯ ম্যাচে ২৭ জয় ও এক ড্রয়ে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে ১৯৮৯-৯০ মৌসুমে ১৮ লিগ শিরোপার সবশেষটি জেতা লিভারপুল। এক ম্যাচ কম খেলে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে টানা দুবারের চ্যাম্পিয়ন পেপ গুয়ার্দিওলার দল সিটি।শিরোপা লড়াই অনেক আগেই একপেশে হয়ে গেছে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা করে নেওয়ার লড়াই বেশ উত্তাপ ছড়াচ্ছে।২০১৫-১৬ মৌসুমে পুরো বিশ্বকে তাক লাগিয়ে লিগ শিরোপা জিতে নেওয়া লেস্টার সিটি ২৯ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে আছে তিন নম্বরে। ৫ পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে চার নম্বরে চেলসি। সেরা চারে থেকে লিগ শেষ করার সম্ভাবনায় ভালোভাবে আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (৪৮), উলভারহ্যাম্পটন ওয়ানডারার্স (৪৫) ও শেফিল্ড (৪৩)। নবাগত শেফিল্ড আবার এক ম্যাচ কম খেলেছে।একটু পিছিয়ে পড়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ রানার্সআপ টটেনহ্যাম হটস্পার ও আর্সেনাল। যথাক্রমে ৪১ ও ৪০ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম ও নবম স্থানে আছে দল দুটি।অবনমন অঞ্চলে আছে বোর্নমাউথ (২৭), অ্যাস্টন ভিলা(২৫) ও নরউইচ সিটি (২১)। ঝুঁকিতে আছে বোর্নমাউথের সমান পয়েন্ট পাওয়া ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড ও ওয়াটফোর্ডও।

গোল্ডেন শু-এর লড়াই

চার বছর আগে লেস্টারের একমাত্র শিরোপা জয়ের আসরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৪ গোল করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা জেমি ভার্ডি এবারও আছেন দারুণ ফর্মে। এখন পর্যন্ত ১৯ গোল করে আছেন গোলদাতাদের তালিকার শীর্ষে, সঙ্গে চারটি অ্যাসিস্টও আছে এই ইংলিশ স্ট্রাইকারের নামের পাশে।১৭ গোল করে দুইয়ে আছেন আর্সেনালের ফরোয়ার্ড পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। তার চেয়ে একটি করে গোল কম করেছেন লিভারপুলের মোহামেদ সালাহ ও ম্যানচেস্টার সিটির সের্হিও আগুয়েরো।

নিয়মের ঘেরাটোপে ফুটবল

মে মাসে শুরু হওয়া বুন্ডেসলিগার দেখানো পথে গত সপ্তাহে শুরু হয়েছে লা লিগা। সবখানে একই চেহারা, সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে নিয়মের ঘেরাটোপে যেন বন্দি ফুটবল। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এর বিকল্পও নেই।প্রিমিয়ার লিগ শুরুর আগে এখানেও তেমনি বেঁধে দেওয়া হয়েছে নানা নিয়ম। সবগুলো ম্যাচ দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে হবে, বলা হয়েছে আগেই। যোগ হলো আরও অনেক কিছু: ব্রডকাস্টার ও গণমাধ্যম কর্মী, ধারাভাষ্যকার, ডোপিং অফিসিয়াল, দুই দলের কোচ, খেলোয়াড়, ম্যাচ অফিসিয়ালস-সব মিলে সর্বোচ্চ ৩০০ জন থাকতে পারবেন মাঠে। প্রতিটি ম্যাচের আগে সব খেলোয়াড়দের তাদের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করানো হবে। দলগুলো আলাদা ভাবে মাঠে প্রবেশ করবে এবং ম্যাচের দুই অর্ধের মাঝে দেওয়া হবে 'ড্রিঙ্কস ব্রেক।' ম্যাচের আগে খেলোয়াড়রা হাত মেলাবে না, টস করার পরেও না। মাঠে কোনো 'বল বয়' থাকবে না। খেলা চলাকালীন বল স্ট্যান্ডে গেলে আলাদা বল ব্যবহার করা হবে। খেলোয়াড়রা নিজেদের আলাদা আলাদা পানির বোতল ব্যবহার করবে এবং অবশ্যই ম্যাচ শুরু ও শেষের পর হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করবে।

হোম ম্যাচের সুবিধা হারানোর শঙ্কা দুরূহ পরিস্থিতিতে স্বাগতিক সমর্থকদের মাঠের বাইরে জটলা এড়াতে কোনো একটি বা দুটি স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের ভাবনা এসেছিল। সেক্ষেত্রে হোম ম্যাচের সুবিধাবঞ্চিত হতো সবাই। আর মূলত এ কারণেই কয়েকটি দলের জোর দাবির পেছনে আলোচনার টেবিলেই তা শেষ হয়ে যায়। তবে বুন্ডেসলিগা পুনরায় শুরুর পর যে পরিসংখ্যান দেখা যাচ্ছে, তাতে প্রিমিয়ার লিগের দলগুলো এখন আফসোস করতে পারে। দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ম্যাচকে বলা হচ্ছে 'ভুতুড়ে ম্যাচ'। যেখানে ঘরের মাঠে খেলার চেয়ে যেন প্রতিপক্ষের মাঠে খেলাই শ্রেয়। বিরতি শেষে পুনরায় শুরুর পর জার্মানির শীর্ষ লিগে এখন পর্যন্ত ৫৬টি ম্যাচের মাত্র ১২টিতে জিতেছে স্বাগতিক দল; শতকরা যা মাত্র ২১ শতাংশ। সেখানে সফরকারী দল জিতেছে ৫০ শতাংশ! বাকি ২৯ শতাংশ ড্র। বিরতির আগের চেহারা ছিল পুরো ভিন্ন; ২২৩ ম্যাচে ৪৩ শতাংশ জিতেছিল স্বাগতিক দল, ৩৫ শতাংশ সফরকারীরা।

বিশ্বকাপ আয়োজন 'অবাস্তব', মানছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

সময় যত গড়াচ্ছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের সম্ভাবনা ততই ক্ষীণ হয়ে আসছে। সেই বাস্তবতা মেনে নিচ্ছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াও। কিছুদিন আগে তারা বলেছিল, বিশ্বকাপ আয়োজন বড় ঝুঁকিতে আছে। এবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার চেয়ারম্যান বলছেন, বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপ আয়োজন অবাস্তব।

আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় হওয়ার কথা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এবারের আসর। তবে বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাস মহামারীতে এই আসরকে ঘিরে চলছে চরম অনিশ্চয়তা।

সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আইসিসি সভা করছে নিয়মিতই। বিশ্বকাপ নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি এখনও। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী মাসে আসতে পারে সিদ্ধান্ত। তবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার চেয়ারম্যান আর্ল এডিংস মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সে সংবাদমাধ্যমকে যা বললেন, তাতে সম্ভাব্য চিত্র অনেকটাই স্পষ্ট।

" আনুষ্ঠানিকভাবে যদিও বিশ্বকাপ এখনও বাতিল হয়নি বা পিছিয়ে যায়নি, কিন্তু বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ১৬টি দলকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে আসা, বেশির ভাগ দেশেই যেখানে কোভিড এখনও বাড়ছে, আমার মতে, এটি (বিশ্বকাপ আয়োজন) অবাস্তব, কিংবা খুব, খুব কঠিন হবে।"

বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই বড় একটি রদবদল এসেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ পদগুলির একটিতে। চাকরি হারানোর গুঞ্জনের মধ্যে পদত্যাগ করেছেন প্রধান নির্বাহী কেভিন রবার্টস। চেয়ারম্যান এডিংস মঙ্গলবার সকালে এই খবর দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর, করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে বোর্ডের আর্থিক অবস্থা সামলাতে না পারায় রবার্টসের চাকরি ছিল ঝুঁকির মুখে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্থানীয় আয়োজক কমিটির প্রধান নির্বাহী নিক হকলি আপাতত ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী পদে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

দায়িত্ব নিয়ে হকলি জানিয়েছেন, অনিশ্চয়তা থাকলেও তারা বিশ্বকাপের প্রস্তুতি চালিয়ে যাবেন।

" দারুণ একটি স্থানীয় আয়োজক কমিটি আছে আমাদের, যারা সম্ভাব্য সবকিছুর জন্যই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় পার করছে। এরপর সিদ্ধান্ত যা হওয়ার হতে পারে।"

Dated, Agartala the 2020

Notice Inviting Tender

Tender in sealed cover is hereby invited by the undersigned from the reputed local Firm/Agency for "supply of Room Heater Convector at AGMC & GBP Hospital The last date of submission bid is up to 4.00PM 12th January 2021 by speed post/ courier.

Detailed terms and condition can be download from the AGMC website (https://agmc.nic.in).

Executive cum Member Secretary
Rogi Kalyan Samity (RKS) Medical
Superintendent & Head of Office
AGMC& GBP Hospital,
Agartala Tripura

ICA/C-2473/2020-21

নাপোলির বিপক্ষে ঘরের মাঠে খেলতে চায় বার্সেলোনা

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বার্সেলোনার বিপক্ষে শেষ ষোলোর প্রথম লেগ নিজেদের মাঠে দর্শকে ঠাসা স্টেডিয়ামে খেলেছিল নাপোলি। বার্সেলোনা কোচ কিকে সেতিয়েন মনে করেন, উয়েফার উচিত বার্সেলোনাকে ফিরতি লেগের ম্যাচটি লিসবনের নিরপেক্ষ ভেন্যুর বদলে কাম্প নউয়ে খেলার সুযোগ দেওয়া।ফেব্রুয়ারিতে সান পাওলো স্টেডিয়ামে প্রথম লেগের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছিল। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ফিরতি লেগের এই ম্যাচসহ স্থগিত হয়ে যায় প্রতিযোগিতাটির সব ম্যাচ। এটিসহ শেষ ষোলোয় মোট চারটি ম্যাচ বাকি।গত বুধবার উয়েফা জানায়, স্থগিত থাকা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শেষ করতে আগামী অগাস্টে পর্তুগালের লিসবনে বসবে 'আট দলের মিনি-টুর্নামেন্ট।' শেষ আটের ড্র হবে ১০ জুলাই।শেষ ষোলোয় ম্যানচেস্টার সিটি-রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ-চেলসি, ইউভেন্তুস-অলিম্পিক লিওঁ ও বার্সেলোনা-নাপোলি লড়াইয়ের ফিরতি লেগ হবে আগামী ৭ ও ৮ অগাস্ট।

তবে ম্যাচগুলোর ভেন্যু এখনও ঠিক করেনি উয়েফা। হতে পারে পূর্ব নির্ধারিত ভেন্যুতে, নয়তো পর্তুগালে।ছবি: বার্সেলোনাছবি: বার্সেলোনাসেতিয়েন চান, ঘরের মাঠে খেলতে। লা লিগায় শুক্রবার সেভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচকে সামনে রেখে আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে এমন দাবি করেন বার্সেলোনা কোচ।"আমি ম্যাচটি আমাদের স্টেডিয়ামে খেলতে চাই।

কারণ, যদি না খেলি তাহলে আমাদের প্রতিপক্ষকে সুবিধা দেওয়া হবে, যারা প্রথম লেগে খেলেছিল তাদের মাঠে এবং ভরা গ্যালারির সমর্থন পেয়েছিল।"

বদলে যাওয়া ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতায় এবার কোয়ার্টার-ফাইনাল ও সেমি-ফাইনাল হবে এক লেগে। উয়েফার এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে সেতিয়েন।"আমি মনে করি এটা বাজে সিদ্ধান্ত, শুধু বার্সেলোনার জন্য নয়, সব দলের জন্য। দুই ম্যাচের ক্ষেত্রে ধাক্কা সামাল দেওয়া যায়, এখন সবকিছু থাকবে ঝুঁকির মধ্যে।

আমি দুই লেগের পক্ষে কিন্তু উয়েফা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আমাদের এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।"

করোনাভাইরাসের কারণে তিন মাসের বেশি সময়ের অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতি শেষে মাঠে ফিরে লা লিগায় দুই ম্যাচেই জিতেছে সেতিয়েনের দল।

পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ৫ পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। তবে আগামী ম্যাচে পয়েন্ট তালিকার তিন নম্বর দলের বিপক্ষে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের দিতে হবে কঠিন পরীক্ষা।

CLAIMANT NOTICE.

Following articles (vehicle) were seized by the Forest Department of Dhalai District under Section 5I(A) Sub-Section 2 of the Indian Forest Act 1972 and rules made there under:

SI. No	Vehicle Reg. No.	Model /Eng No.	Date of seizure	By whom
1	TR-04-1763	Pickup Van	20-11-2020	Sri Bidya-dayal Jamatia, Fr

Therefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said sand machine for its commission of forest offence. Therefore it is once against brought to the notice of the legal owner(s) of the said articles to prefer his/her/their claim to the Authorized Officers (District Forest officer, Dhalai) within 25(twenty five) days from the date of issue of this notice along with legal relevant documents supporting ownership, falling which the decision regarding the confiscation of all the articles seized shall be taken ex-parte. Issued under my seal & signature this day on 14/12/2020.

Sd/- [Authorized Officer]
District Forest Officer
Dhalai District, Ambassa.

ICA/D-1089/2020-21

সব ম্যাচ জেতা কঠিন তবে সম্ভব: বার্সা কোচ

সমীকরণ পরিষ্কার- নিজেদের বাকি নয় ম্যাচ জিতলে অন্য কোনো হিসাব ছাড়াই লা লিগা শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যাবে বার্সেলোনার। তবে কাজটা কঠিন হবে বলে মনে করেন কাতালান দলটির কোচ কিকে সেতিয়েন।স্পেনের শীর্ষ লিগে বার্সেলোনার নতুন শুরুটা অবশ্য ভালো হয়েছে। করোনাভাইরাস বিরতির পর নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে মায়োর্কা ও লেগানেসকে হারানো দলটি ২৯ ম্যাচে ২০ জয় ও চার ড্রয়ে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছে। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়াল মাদ্রিদ ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুই নম্বরে।নিজেদের পরের ম্যাচে শুক্রবার সেভিয়ার মাঠে খেলবে বার্সেলোনা। তার আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে সেতিয়েনের কাছে প্রশ্ন ছিল, সম্ভাব্য ২৭ পয়েন্টের সবগুলো অর্জন করা সম্ভব কি-না। লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেসদের কোচ জানান তার অভিমত।"আমি মনে করি এটা সম্ভব নাও হতে পারে। যদিও দলের সামর্থ্য আছে। বাস্তবতা হচ্ছে পুনরায় শুরুর পর আমরা দুটি ম্যাচ জিতেছি, ছয় গোল করেছি এবং কোনো গোল হজম করিনি। এটা ভালো এবং অন্য দলের চেয়ে ভালো। কিন্তু প্রতিটি পয়েন্ট অর্জন করা কঠিন।

তবে সম্ভব।"দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে খেলা হওয়ায় আগের মতো ভরা গ্যালারির সমর্থন পাবে না সেভিয়া। এতে নিজেদের সুবিধা দেখলেও লড়াইটা কঠিন হবে বলে মনে করেন বার্সেলোনা কোচ।"এটা আমাদের উপকার করতে পারে।

তবে এটা নির্ভর করবে ম্যাচ কীভাবে এগোয়, সেটার ওপর। এটা সত্যি যে এস্তাদিও সানচেস পিসহুয়ানে সমর্থকরা দলকে অনেক উৎসাহ জোগায়।""আমরা তৃতীয় স্থানে থাকা দলের মাঠে খেলতে যাচ্ছি, ম্যাচটা কঠিন হবে। আমাদের ভালো খেলতে হবে। ম্যাচটা জেতা আমাদের আত্মবিশ্বাসের জন্য দারুণ হবে, তবে এটা অবশ্যই শিরোপা নির্ধারক হবে না।"

NOTICE INVITING TENDER

Tender in sealed envelop are hereby invited from the bonafide suppliers/experienced Firms / Agency/ Distributer etc. for supply of 92(Ninety Two)nos. USHA Sewing Machine(Foot Operated) for distribution among selected beneficiaries

In view of the above intending bidders are requested to submit bid quoting the rate in pl4in paper to the Block Development Officer, Boxangar RD Block, Sepahijala District. Details are as follows.

Sl. No	Name of Items	Units	Quoted rate per unit
1	Foot Operated Sewing Machine (USHA)(S ingle)	1 No	

The rate of Quotation should be submitted in sealed envelope along with firm registration, Pan Card and GST registration directly to the tender box of Boxanagar RD Block.

The bid documents should be submitted in all working days upto 31/12/2020 during office hours. No tender will be received & allowed to drop after 3.00 PM on 31/12/2020.Intended bidder may present in time of opening the tender box at 3.00 PM on 02/01/2021. The lowest bidder will be selected on the basis of comparative statement.

The under signed reserve the right to cancel the tender process at any time.

(Dhriti Sekhar Roy)
Executive Officer
Boxanagar Panchayat Samiti

ICA/C-2477/2020-21

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA, TRIPURA
Notice Inviting e-Tender
PNIe-T-No:02/EE/DIV-III/AMC/2020-21
Date : 16-12-2020

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of Hon'ble Mayor invites online Percentage rate bids, on open bidding format for following work (s):-

	Esimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1) DNIe-T No.41/EE/DIV-III/ AMC/2020-21	Rs.6,84,544.00	Rs. 13,691.00	60(Sixty) days.
2) DNIe-T No.42/EE/DIV-III/ AMC/2020-21	Rs.2,90,848.00	Rs. 5,817.00	45(forty five) days.
3) DNIe-T No.39/EE/DIV-III/ AMC/2020-21	Rs.2,91,847.00	Rs. 5,837.00	45(forty five) days.
4) DNIe-T No.40/EE/DIV-III/ AMC/2020-21	Rs.8,74,941.00	Rs. 17,499.00	90(ninety) days.

Last time and date of submission of bid :- 02-01-2020 at 15.00 hrs.

1. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division-III,
Agartala Municipal Corporation.

খোয়াই জেলার আমপুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। খোয়াই জেলার আমপুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন পাগলাবাড়ি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে উয়ারেঙটু বাজারে গত ১০ ডিসেম্বর এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৩০ জন চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে জরের রোগী ছিল দুই জন। পাশাপাশি বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ বিষয়েও আলোচনা করা হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে প্রয়োজনীয় ওষুধও বিতরণ করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আমপুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডা. প্রিয়াঙ্কা দেববর্মা সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীগণ।

তাছাড়া খোয়াই জেলার তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন টকছায়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১৫ ডিসেম্বর সীতেশ ম'তি জে বি স্কুলে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৩৩ জন চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। তার মধ্যে জরের রোগী এক জন। তীব শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ ছিল দুই জনের। অন্যান্য রোগীর সংখ্যা ছিল ৩০ জন। স্বাস্থ্য শিবিরে প্রয়োজনীয় ওষুধও বিতরণ করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

গণ্ডাছড়ায় ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণে শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে সারা রাজ্যে র‍্যাপিড ডায়াগনস্টিক কিট (আর ডি কে) দ্বারা রক্ত পরীক্ষা হচ্ছে। ধলাই জেলার গণ্ডাছড়ার মহকুমার কশরাই পাড়া এবং রাবণ পাড়ায় গত ১৫ ডিসেম্বর ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণের জন্য স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ২১ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ৭ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়। তবে কারোর শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যায়নি। এমপিডব্লিও, আশাকর্মী এবং আশা ফেসিলেটরের সার্বিক সহযোগিতায় এই শিবিরগুলি সংগঠিত হয়। এছাড়াও, স্বাস্থ্য কর্মীরা বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করে গ্রামীণ এলাকার লোকেদের মধ্যে প্রতিদিন মশারি ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করে চলেছেন। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জসওয়াল এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

খোয়াই জেলার বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ে পথনাটক ও আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। কল্যাণপুর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের উদ্যোগে গত ১০ ডিসেম্বর গোপাল নগর আশ্রমে স্কুল পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ে একটি পথনাটক ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে ছেলে মেয়েদের মধ্যে যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হয় এবং তার ফলে ছেলে মেয়েদের মধ্যে যে প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়ে অভিভাবক ও ছাত্র ছাত্রীদের সচেতন করা হয়। অনুষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ও নাচের আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ডাঃ পীযুষকান্তি চৌধুরী, এম পি এস দীপঙ্কর দাস, এম পি ডব্লিও রীনা রাণী দাস ও আশা কর্মীগণ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প'ায়েত প্রধান, ওয়ার্ড মেম্বার, স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী ও এলাকার জনসাধারণ। অনুষ্ঠান শেষে ক্যুইজ বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

নতুন ইতিহাস : দীর্ঘ ৫৫ বছর পর চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রুটে ট্রেন চালু

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৭।। দীর্ঘ ৫৫ বছরের অপোর পালা শেষ। আরো একটি উন্নয়নের মাইলফলক সৃষ্টি করল বাংলাদেশ। রচিত হলো নতুন ইতিহাস। দীর্ঘ ৫৫ বছর পর চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রুটে চালু হলো ট্রেন চলাচল।

বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নীলফামারীর ডোমার উপজেলার চিলাহাটি ও ভারতের হলদিবাড়ি রেল রুটের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রুটে রেলপথ চালুর মাধ্যমে এ অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হলো। এর ফলে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হবে এই অঞ্চলের মানুষ। ফিরে আসবে কর্মচাঞ্চল্য আর আর্থিক সচ্ছলতা।

সরেজমিন দেখা যায়, চিলাহাটি রেল স্টেশনে ওয়াগনের একটি মালগাড়ির ইঞ্জিনের সামনে লাগানো হয়েছে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছবি। ফুল ও রঙিন কাপড়ে সাজানো হয়েছে ইঞ্জিন ও গার্ডের কামরা। এর পাশাপাশি চিলাহাটি রেলস্টেশন চত্বরকে অপরূপ রূপে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। স্থাপন করা হয়েছে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের নামফলক। উদ্বোধনের জন্য দৃষ্টিনন্দন বর্ণিল সাজে সজ্জিত ইঞ্জিন আর ৩০টি খালি র্যা ক প্রস্তুত রাখা হয়।

নতুন রেলপথ স্থাপনসহ ভিআইপি গেস্ট হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ করা হবে চিলাহাটি হাইটেক মডেল স্টেশন, দোতালা অফিস ক, স্টাফদের আবাসন ব্যবস্থা, কাস্টম হাউজ আর ইমিগ্রেশন অফিস।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর নীলফামারীর উত্তর সীমান্ত চিলাহাটি এবং ভারতের শিলিগুড়ি হয়ে দার্জিলিং পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় রেলপথ।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন বলেন, এ রেলপথ চালু হওয়ায় দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরো উচ্চতায় স্থান পাবে। পাশাপাশি দুই দেশের জনগণ উপকৃত হবে। প্রসার ঘটবে ব্যবসা বাণিজ্যের। উন্মোচিত হবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার নতুন দ্বার। পণ্যবাহী ট্রেনের পাশাপাশি মহান স্বাধীনতা দিবসে যাত্রীবাহী ট্রেন ঢাকা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত চালু করা হবে।

চিলাহাটি এলাকার বাসিন্দা ফারহানা আখতার সুমি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের পাশাপাশি যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করলে আমরা আরো অনেক উপকৃত হবো। ফলে এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উন্নতি হবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার। এর আগে রেলমন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনারসহ একাধিক কর্মকর্তা উদ্বোধনের প্রস্তুতি দেখার জন্য চিলাহাটি রেলস্টেশন পরিদর্শন করেন।

চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রুটে ট্রেন চলাচলের মাধ্যমে ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হবেন দুই দেশের মানুষ। আগে এই অঞ্চলের মানুষদের প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হতো ফলে অর্থনৈতিকভাবে তিগ্রস্ত হতো ব্যবসায়ীরা। এখন চিলাহাটি দিয়ে পণ্য গেলে অর্থ সাশ্রয় ঘটবে ব্যবসায়ীদের।

গাঁজা সহ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৭ ডিসেম্বর।। দক্ষিণ কলমচৌড়ায় গাঁজা উদ্ধার। সাথে আটক এক ব্যাক্তিকে। সংবাদে প্রকাশ কলমচৌড়ার থানার পুলিশ আজ বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কলমচৌড়া স্কুল সংলগ্ন প্রবাল সরকারের বাড়িতে অভিযান চালায়। তার বাড়ি থেকে ৩৫ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বাড়ির মালিক প্রবাল সরকারকে।

পঞ্চায়েতের সাফাই কর্মীকে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পঞ্চায়েতের এক কর্মীকে মারধর করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছেসাবরুম নগর পঞ্চায়েত এর এক কর্মীকে রাজেন্দ্র ফুড প্রোডাক্ট ড্রিংকিং ওয়াটার এর মালিক ও তার ভাই মারধর করেন।প্রকাশ্য রাস্তায় নগর পঞ্চায়েতের চাপাই কর্মীকে মারধর করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের জোরালো দাবি উঠেছে। এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিভিন্ন মহল থেকে। সাফাই কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি উঠেছে। ঘটনার পর থেকে অন্যান্য সাফাই কর্মীরা এ ব্যাপারে সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে তারা চাঁপাইয়ের কাজ বন্ধ রাখবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যের সর্বত্র স্বাস্থ্য পরিষেবা সুচারুভাবে পৌঁছে দেওয়া এবং এর পরিধির বিস্তার ঘটানোর জন্যেই কমিউনিটি হেলথ অফিসার (সি এইচ ও)-দের চতুর্থ ব্যাচ নিয়ে ৭দিন ব্যপী কর্মশালা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। প্র'াভবনে আয়োজিত এই কর্মশালায় মোট ৯৯ জন সি এইচ ও অংশগ্রহণ করেছেন। আজ সি এইচ ও-দের স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা সিদ্ধার্থ শিব জসওয়াল।

ছয়ের পাতায় দেখুন

'ধূসর জনসংখ্যা'-কে স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। জাতীয় বার্ধক্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্পের অন্তর্গত বয়স্কদের জন্য সকল প্রকার স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। এমন কি বয়স্ক রোগীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সমাজের 'ধূসর জনসংখ্যা'-কে স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের এই পদক্ষেপ। গত ১৫ ডিসেম্বর নরসিংগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দ্বারা এই চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য ডাঃ অনন্যা দাস সহ সি এইচ ও, সুপারভাউজার, আশাকর্মীরা ৫ জন রোগীর পরিদর্শন করেন। এই ৫ জন রোগীর মধ্যে ৩ জন ক্যান্সার আক্রান্ত শয্যাশায়ী রোগী এবং ২ জন বয়স্ক কার্ডিও ভাসকুলার রোগাক্রান্ত ছিলেন। ঐদিন তাঁদের রক্তচাপ, ব্লাড সুগার পরীক্ষা করা হয়। তাদের বিভিন্ন ওষুধ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। বয়স্কদের সুস্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্যস্তরে ও জেলাস্তরে স্বাস্থ্য দপ্তর এইধরণের বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিনিয়ত প্রদান করে চলছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জসওয়াল এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

সিন্ধকুমার পাড়ায় যক্ষা রোগ দূরীকরণে সামাজিক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। সারা রাজ্যে প্রতিনিয়ত যক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচী চলছে। প্রত্যন্ত অ'লগুলিতে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করছেন চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, আশাকর্মীরা। গ্রাম পাহাড়েও ছুটে বেড়াচ্ছেন যক্ষা প্রকল্পে কর্মরত কর্মীগণ। তাছাড়াও এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিও কাজ করছে। বর্তমানে রাজ্যে যক্ষা রোগীর সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি না পায় এবং ২০২৫ সালের মধ্যে এই রোগ দূরীকরণের লক্ষ্যে চলছে তিন মাস পর পর প্রত্যন্ত এলাকায় বাড়ি বাড়ি িনিং এর কাজ। ১৮ ডিসেম্বর থেকে পুনরায় শুরু হবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে যক্ষা রোগীদের সনাক্তকরণের কাজ।

এরমধ্যে গত ১৫ ডিসেম্বর যক্ষা প্রকল্পের তরফে ধলাই জেলার সিন্ধ কুমার পাড়ায় সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সামাজিক সভার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি যক্ষা রোগীদের জন্য ওষুধ খাওয়ার পদ্ধতিগত দিকগুলি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়। যক্ষা রোগীদের ওষুধ সেবনের পর কোনও ধরণের সমস্যা রয়েছে কিনা যক্ষা দূরীকরণ প্রকল্প এর পক্ষ থেকে সে সমস্ত বিষয়গুলি সরজমিনে খতিয়ে দেখেন সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত এস টি এস এবং এস টি এল এস গণ। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জসওয়াল এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

খোয়াইয়ে বাঁশের বোতল তৈরীর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। খোয়াই জি-নে'ট ইনস্টিটিউট অব স্কিল ডেভেলপমেন্টের উদ্যোগে ও ত্রিপুরা রিহ্যাবিলিটেশন প্ল্যানটেশন কর্পোরেশন লিমিটেড এর আর্থিক সহায়তায় বাঁশের বোতল ও ফুল ঝাড় তৈরীর উপর ৮ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির ১৪ ডিসেম্বর সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটের কার্যালয়ে শেষ হয়েছে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, জেলা শাসক মিতা মল, জি-নে'ট ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর রবি চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে জেলাশাসক শ্রীমতি মল আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ নিতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে জিলা সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে ফলচাষ, বাঁশের বোতল তৈরী সহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলার বিষয়ে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার উপর গুরুত্ব দেন। ৮ দিন ব্যাপী বাঁশের বোতল ও ফুল ঝাড় তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিবিরে এলাকার মোট ৪০ জন হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে জিলা সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, জেলাশাসক মিতা মল সহ অনান্য অতিথিগণ প্রশিক্ষনার্থীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খোয়াই প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দাস।

আনন্দনগরে বিস্তর পরিমাণে বেআইনী কাঠ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে বনজ সম্পদ ধ্বংস করে কাঠ পাচার অব্যাহত রয়েছে। এসব বনদস্যুদের বিরুদ্ধে বনদপ্তর এর অভিযান অব্যাহত রয়েছে। দক্ষিণ আনন্দ নগর এলাকা থেকে সদর দফতরের কর্মীরা প্রচুর পরিমাণ কাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। সংবাদ সূত্রে জানা যায় সদর বনদপ্তর এর কর্মকর্তাদের কাছে খবর আসে আনন্দ নগর এলাকার একটি পরিত্যক্ত স্থানে প্রচুর পরিমাণ কাঠ পড়ে রয়েছে।সেই সংবাদের ভিত্তিতে বনদপ্তর এর সদর বিভাগের কর্মীরা কাঠ উদ্ধারের জন্য অভিযানে যান।অভিযান চালাতে গিয়ে দক্ষিণ আনন্দ নগরের একটি পরিত্যক্ত জায়গা থেকে কাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম হন বনদপ্তরের কর্মীরা। সেখান থেকে উদ্ধার করা কাঠ গুলি সদর বনদপ্তরের অফিসে নিয়ে আসা হয়। কাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি। জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরেই বনদস্যুরা ওই এলাকায় বনজ সম্পদ ধ্বংস করে কাঠ পাচার করে চলছিল।বনদস্যুদের বিরুদ্ধে বনদপ্তর কর্মীদের এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে সদর দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য শুধুমাত্র দক্ষিণ আনন্দনগর এলাকাতেই নয় বিভিন্ন এলাকায় বনদস্যুরা সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে মূল্যবান কাঠ পাচার করে চলেছে। এর ফলে সংরক্ষিত বনাঞ্চল গুলি ক্রমাগত ধ্বংস হয়ে যেতে শুরু করেছে।বনদপ্তর এর কর্মীরা এ ধরনের বনদস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখলেও তা অনেক ক্ষেত্রেই সফল হচ্ছে না।একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে বনদপ্তর এ পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী না থাকার কারণেই তারা নিয়মিত টহল দিতে পারছেন না এবং বনজ সম্পদ বনদস্যুদের কবল থেকে রক্ষা করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। কাঠ পাচার চক্রের বিরুদ্ধে বনদপ্তর এর অভিধান আরও জোরদার করার দাবি উঠেছে।উল্লেখ্য সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে বনজ সম্পদ পাচার এর ফলে পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।এ ধরনের প্রবণতা বন্ধ করা সম্ভব না হলে আগামী দিনগুলিতে পরিবেশের ওপর মারাত্মক আঘাত নেমে আসতে বাধ্য হবে।

শিল্প ও বাণিজ্য মেলাকে রাজ্যে শিল্পের প্রসারের কাজে লাগাতে পরিকল্পনা নিতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যে ৩১তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা আগামী ২৯ জানুয়ারি, ২০২১ থেকে হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হবে। চলবে ১১ ফেবয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত। আজ সচিবালয়ের ২ নং কনফারেন্স হলে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক প্রস্তুতি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভোকাল ফর লোকাল আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্যে স্থানীয় পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াতে গুরুত্ব আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে বাঁশের বোতল, ফুলঝাড়, সুপারির খোল থেকে থালা ও বাটির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পরামর্শ দেন। শিল্প ও বাণিজ্য মেলাকে ব্যবসার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে রাজ্যে শিল্পের প্রসারের কাজে লাগাতে পরিকল্পনা নেওয়ার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। সরকার রাজ্যে বাঁশবেত শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছে। তার বাজারজাতকরণেরও ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বিকাশে নতুন চিন্তাধারা নিয়ে শিল্প উদ্যোগীদেরও শিল্পের উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। বাঁশের বোতল তৈরি করলে দেশে ভালো বাজার পাওয়া যাবে। বাঁশের বোতল রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেওয়া হয়েছে। দেশে রাজ্যের উৎপাদিত বাঁশের বোতলের বিক্রিও বাড়বে। উন্নতমানের বাঁশের বোতল তৈরি করতে পারলে লাভবান হবেন শিল্প উদ্যোগীরা। নিত্য নতুন সামগ্রী উৎপাদনে কুটির শিল্পীদের মনোসংযোগ করতে হবে। তবেই রাজ্যের আর্থসামাজিক মান আরও উন্নত হবে। সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব ত্রিপুরায় তৈরি বাঁশের ফুলঝাড়কে আগামী ২৬ জানুয়ারি দিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রদর্শনীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে বলেন। তিনি এবারের শিল্প ও বাণিজ্য মেলায় বাঁশভিত্তিক থিম রাখার পরামর্শ দেন।

সভায় মেলার সার্বিক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোকপাত করেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব কিরণ গিত্যে। তাছাড়া আলোচনায় অংশ নেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়, ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভ-াচার্য, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও হস্তকারু উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী, অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তুষারকান্তি চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব জে কে সিনহা প্রমুখ। তাছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, ত্রিপুরা ইনফরমেশন কমিশনের সচিব মানিক লাল দাস, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, বি এস এফ, পুলিশ ও বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ কর্মকর্তাগণ। ৩১তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলাকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে চেয়ারম্যান ও শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা রাভেল হেমেন্দ্র কুমারকে সদস্য সচিব করে ৭০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়াও ৯টি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।

আয়ুমান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় খোয়াই জেলায় প্রচার অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। আয়ুমান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় প্রচারকার্যের জন্য ত্রিপুরা স্বাস্থ্য সুরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে একটি এল ই ডি ভ্যানের মাধ্যমে সচেতনতা কর্মসূচি শুরু হয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর খোয়াই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্য্যালয় থেকে এই প্রচার কর্মসূচির উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন খোয়াই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নির্মল সরকার। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক শ্রী অসিত দাস, জেলা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ডাঃ কৌশিক রায়। ডাঃ সরকার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় রাজ্যের সুবিধা লাভে উপযুক্ত পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের প্রায় ৫ লক্ষ পরিবার প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় অন্তর্ভুক্ত।

এই প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের ই-কার্ড থাকতে হবে। খোয়াই জেলায় ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আয়ুমান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় প্রায় ১,০৪,৩৪৩ জন সুবিধাভোগী ই-কার্ড পেয়েছেন। এরপরেও যদি কোন সুবিধাভোগীর এই প্রকল্পের ই-কার্ড না হয়ে থাকে তবে নিকটবর্তী তালিকাভুক্ত হাসপাতাল অথবা কমন সার্ভিস সেন্টার থেকে ই-কার্ড করে নিতে হবে। প্রত্যেক সদস্যের জন্য আলাদা ই-কার্ড দেওয়া হয়। এই প্রকল্পে রাজ্যের নির্বাচিত পরিবারগুলোকে পরিচয়পত্র, প্রধানমন্ত্রীর চিঠি, রেশন কার্ড, আধারকার্ড এবং পূর্বের সচল আর এস বি ওয়াই কার্ড দেখিয়ে এই প্রকল্পের ই-কার্ড করতে হবে। শিশুর জন্মের পর বার্থ সার্টিফিকেট দেখিয়ে এবং বিবাহ সূত্রে নতুন সদস্য পরিবারে যোগ হলে বিবাহের প্রমাণপত্র দেখিয়ে প্রকল্পের ই-কার্ড নিতে হবে।

এখন পর্যন্ত খোয়াই জেলায় মোট ৮,৫৪২ জন সুবিধাভোগী এই এই প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। খোয়াই জেলায় বর্তমানে ৮টি হাসপাতাল এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রচার ভ্যানটি খোয়াই জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গ্রাম প'ায়েতের বাজার এলাকায় ঘুরে অডিও ভিজয়্যাল বি'াপন ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে এক সপ্তাহব্যাপী প্রচার অভিযান চালাবে। স্টেট হেলথ এজেন্সির মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

গোমতী জিলা পরিষদের দারিদ্র দূরীকরণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। গোমতী জিলা পরিষদের দারিদ্র দূরীকরণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক সভা গতকাল জিলা পরিষদের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থায়ী কমিটির সদস্য টিটন পাল। সভায় জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, সহকারী সভাধিপতি দেবল দেবরায়, কমিটির সদস্য ও সদস্যা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, অটল জলধারা প্রকল্পে এখন পর্যন্ত গোমতী জেলার ৮টি ব্লক এবং উদয়পুর পুর পরিষদ ও অমরপুর নগর প'ায়েত এলাকার ১৮ হাজার ৫২৭ টি পরিবারকে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে চলতি অর্থবছরে গোমতী জেলায় ১২ হাজার ৬৬২টি পরিবারকে এই প্রকল্পে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছর জেলায় মোট ১০৫টি নতুন ডিপটিউবওয়েল খনন করা হবে। এখন পর্যন্ত ৭টি ডিপটিউবওয়েল খননের কাজ শেষ হয়েছে। আরও ৩৯টি শীঘই খনন করা হবে। মল বোর ডিপটিউবওয়েল খননের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৯২টি। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ১২টি খনন করা হয়েছে। ৪০টি মলবোর খননের কাজ শীঘই শুরু হবে। সভায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদয়পুর বিভাগের প্রতিনিধি জানান, টেপানিয়া ব্লকের টেপানিয়া গ্রাম প'ায়েত এলাকায় একটি বিক সলিং রাস্তা ও পাকা নালা তৈরী করা হয়েছে। এছাড়া শালগড়া প'ায়েত এলাকায় একটি পাকা নালা, পশ্চিম ধজনগর প'ায়েত এলাকায় আর সি সি ব' কালভার্ট তৈরী করা হয়েছে। বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে ব্লক এলাকায় একটি আধুনিক যাত্রী শেড তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে। এই প্রকল্পে কিল্লা ব্লকের দেওয়ান বাড়ি এডিসি ভিলেজের পিত্রা পাড়ায় একটি কমিউনিটি হল নির্মাণ করা হয়েছে। সভায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়েও আলোচনা হয়। সভায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অমরপুর বিভাগের প্রতিনিধি জানান, চলতি অর্থবছর ৯টি নির্মাণ কাজের মধ্যে ৪টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৫টির কাজ চলছে। সভায় বন দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, এমজিএন রেগায় চলতি অর্থবছর জেলার বিভিন্ন স্থানে ১৩৬ কিলোমিটার রাস্তার পাশে বনায়ন করা হয়েছে। এরমধ্যে উদয়পুর মহকুমায় ৭৬ কিমি, অমরপুর মহকুমায় ১০ কিমি এবং করবুকে ৫০ কিমি বনায়ন করা হয়েছে।

কমলপুরে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঋণদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ কমলপুর নজরুল ভবনে আয়োজিত হয় ঋণদান শিবির। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন কমলপুর নগর প'ায়েতের চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা। উপস্থিত ছিলেন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আ'লিক কার্যালয়ের আধিকারিক অজয় কুমার, বামনছড়া শাখার ম্যানেজার নীলিমা সিনহা

ছয়ের পাতায় দেখুন

অসংক্রামক রোগের তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে দক্ষিণ জেলায় কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। অসংক্রামক রোগের তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে গত ১৫ ডিসেম্বর দক্ষিণ জেলাতে একদিনের কর্মশালা আয়োজন করা হয়। সারা রাজ্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচীর বিষয়ে পরিদর্শন করার সময় স্বাস্থ্যকর্মী বা আশাকর্মীগণ সি বি এ সি আবেদনপত্র পূরণ করেন। সেটি বর্তমানে সংশোধনী করে নতুন ভাবে তৈরী হয়েছে আমাদের রাজ্যেও। এই বিষয়ে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীরা উৎসাহের সঙ্গে এই আবেদনপত্রটি কিভাবে তথ্য দ্বারা পূরণ করবেন সে সমস্ত বিষয়গুলি জেনে নেন। ভারতবর্ষ তথা ত্রিপুরাতেও যেহেতু অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি ফ্রন্টলাইন কর্মীদের জন্য এ ধরণের উদ্যোগ যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে বাস্তবয়ন হবে বলে দপ্তরের পক্ষে জানানো হয়েছে। বাড়ি বাড়ি আশাকর্মীদের দ্বারা এই আবেদনপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতাধীন জনসংখ্যার আনুমানিক বিভিন্ন রোগের পরিসংখ্যান রাখা এবং আগামীদিনে সেই মোতাবেক স্বাস্থ্য কর্মসূচী গ্রহণ করা। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জসওয়াল এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। কা'নপুর মহকুমা মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক কার্যালয়ের উদ্যোগে ১৫ ডিসেম্বর কাঞ্চনপুর টাউন হলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছচাষ বিষয়ক একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ভরত কুমার নাথ। লালজরি ব্লক এলাকার ৯৬ জন মাছচাষি প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শিবিরে বৈ'ানিক পদ্ধতিতে মাছচাষে প্রযুক্তি ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন মৎস্য আধিকারিক বুধু চন্দ্র দেববর্মা ও মৎস্য পরিদর্শক উত্তম দেববর্মা।

এইচ আই ভি সংক্রমণ ও প্রতিরোধ বিষয়ক এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। লেইক চৌমুহনী বাজার এলাকায় গত ১৬ ডিসেম্বর এইচ আই ভি সংক্রমণ ও প্রতিরোধ বিষয়ক এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে রেড রিবন ক্লাবের ফ্যাকাল্টি ও ক্লাবের ছাত্রছাত্রীদের ইউনিট এবং বীরবিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের এন এস এস ইউনিট এইচ আই ভি সংক্রমণের কারণ এবং তা প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জনসচেতনা জাগ্রত করতে একটি মনো' অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানে এইডস রোগ বিষয়ে আলোচনা করেন এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির যুব

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।